



ଡୋ ଡୋ କୋମ୍ପାନୀର ମ୍ୟାନେଜାର

ସଫ୍ଟ ଆଲି ଛିଆ

টো টো কোম্পানীর ম্যানেজার

(ছোটদের অভিনয় উপযোগী নাটিকা)

নতুনশাধি ডাইয়ার,

শুউ ডিম্বাদিনে,

২৫৩৭।

বন্দে আলী মিয়া

২৫৩৭।

৩ মুনি

Reza
1.1.78.

আহমদ পাবলিশিং হাউস

প্রকাশক

মহিউদ্দীন আহমদ

আহমদ পাবলিশিং হাউস

০, জিন্দাবাহার প্রথম লেন

ঢাকা—১

চতুর্থ সংস্করণ

চৈত্র—১৩৮১

ছেপেছেন

উত্তরা প্রেস

৩৪, নর্থব্রুক হল রোড,

ঢাকা—১

মূল্য : তিন টাকা

ছোটদের অভিনয় করবার উপযোগী নাটিকার অভাব আমাদের পূর্ব
বাংলায় । বহু ছেলেমেয়ে এ সম্পর্কে আমাকে অনুযোগ করে থাকে
এবং তাদের জন্য কিছু ছোট ছোট নাটিকা লিখে দিতে বার বার অনুরোধ
জানায় । তাদের চাপে না পড়লে এ সকল রচনায় হয়তো হস্তক্ষেপ
করতাম না । নাটিকাগুলি ইতিপূর্বে ছোটদের পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে
এবং ঢাকা বেতার কেন্দ্রে একাধিকবার অভিনীত হয়েছে । তা'তে দেশের
ছেলেমেয়েদের নিকট থেকে বিপুল সাড়া পেয়েছি । তাদের জন্য এবারে
পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হলো ।

অগ্রহায়ণ—১৩৬৮

—গ্রন্থকার

ঢাকা

টো টো কোম্পানীর ম্যানেজার

(মণ্টু, নানু, আর গোলাম তিন বন্ধু। শূক্রবার ছাড়া এদের তিনজনের মিলনের স্বেযোগ হয় না—প্রাণ খুলে হাসি-গল্প করবার ফুরসৎ মেলে না।

শূক্রবারের জন্ত ওরা অপেক্ষা করে থাকে। ওই দিনটির উপরে ওদের কেমন একটা আকর্ষণ। যত কিছু মূলতবী কাজ ঐ দিনটির জন্তে তারা রেখে দেয়। মনের যে সব সাধ-বাসনা সময় অভাবের জন্ত পূরণ হলো না—শূক্রবারের ভরসায় তারা থাকে।

তিন জনে নবাবগঞ্জে থাকে। স্বতরাং কাছাকাছি যা দেখবার মত, তা তারা দেখে ফেলেছে। লালবাগের কেল্লা থেকে শুরু করে পরীবানুর মাজার, শাহ সাহেবের দরগা, নিউ মার্কেট, এমনকি এরোজাম পর্যন্ত। দেখে দেখে ওদের কাছে এসব তেতো হয়ে গেছে, তবুও ওরা যায়। কারণ, পায়ে হেঁটে এর বেশী যাওয়া চলে না। দূরে যেতে হলে বাসে অথবা রিক্সায় চাপা দরকার। তাতে পরসার শ্রাদ্দ।

হলে আর কি করা—একদিন ওরা পরসার খরচ করবেই। একেবারে দমকা খরচ। এক শূক্রবারে বাসে বাসে ঘুরে বেড়াবে। যতবার ইচ্ছে বাসে উঠবে, রিক্সায় চাপবে। বাস যেখানে যতদূর গেছে, চড়ে চোখ বুঁজে যাবে। কন্ডাক্টর হস্তদন্ত হয়ে এসে বলবে : সাহেব টিকিট ?

অতি তাজিল্য ভরে বাঁ-হাতের বুড়ো আঙ্গুলে টাকা বের করে তার হাতে ছুঁড়ে দেবে। বাস, একদম ঠাণ্ডা। সাপের মাথায় শিকড় আর কি ! মুখ চুন করে কন্ডাক্টর বেচারী আস্তে আস্তে সরে পড়বে।

ঢাকার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত অবধি চষে বেড়াবে। যা কিছু দেখবার সব দেখবে। সাহেব-পাড়ার হোটেলে যাবে আর সন্ধ্যাবেলা সিনেমা দেখে বাড়ী ফিরবে।

মাসের প্রথম সপ্তাহের শুক্রবার। ন'টা বাজতে না বাজতেই স্ট্রাট পরে সাহেব সেজে তিনজনে বের হলো। সকালের দিকে না গেলে ঘুরে ফিরে আশা মিটবে না। পকেট বোঝাই ডালমুট, চানাচুর, চিনাবাদাম দেখতে দেখতে শেষ; তবুও ঘোরাঘুরির শেষ নেই।

বেলা দুপুর গড়িয়ে গেল। ক্ষিধেও পেয়েছে খুব। মতিঝিল থেকে বাসটা রেইট-হাউসের কাছে আসতেই তিনজনে নেমে পড়লো।

মন্টু। হাঁারে নান্ন।

নান্ন। কি মন্টু?

মন্টু। ঢাখ নারে তোর ঘড়িতে ক'টা বাজে!

নান্ন। সাড়ে তিনটে বেজে গেছে।

মন্টু। তাই তো ভাবছি পেট কেন এমন চাঁই চাঁই করছে!
যা ভেবেছি, ঠিক তাই, ক্ষিধে পেয়েছে—একেবারে
রান্ধুসে ক্ষিধে।

নান্ন। ক্ষিধের আর দোষ কি মন্টু, সেই সকালে বেরিয়েছি,
বাসে আর রিক্সায় সারা দিন “টো টো কোম্পানীর
ম্যানেজারী” করছি। ডালমুট আর চানাচুরে কতক্ষণ
পেটকে ভুলিয়ে রাখা যায় বল্?

গোলাম। কি করতে চাস্ তবে?

মন্টু। কোনো রেষ্টুরেন্টে ঢুঁ মারা যাক্ আয়?

নান্ন । ট্যাঙ্ক যে ইদিকে রমনার মাঠ রে মন্টু !

গোলাম । আমার পকেটও ঠন্ ঠন্ ।

মন্টু । তোদের মতন বুদ্ধি নিয়ে আমি চলি কিনা, তা'হলে সারা বছর উপোস করে মরতে হতো ! জানিস, আমি “টো টো কোম্পানীর ম্যানেজার”—হনলুলুতে আমার ইয়া বড়ো অফিস । হুঁশিয়ার হয়ে কথা বলবি আমার সঙ্গে ।

গোলাম । বটে বটে । তবে সেলাম ম্যানেজার সাহেব । পেটে আগুন জ্বলছে আমাদের—একটুখানি পানি দেবার ব্যবস্থা করো তো জল্দি ।

মন্টু । আলবৎ করেঙ্গে রে বোকা চন্দর—আপছে সব কুছ হো যায়গা ! চুপ্চাপ আমার সঙ্গে একটা হোটেলে ঢুকে পড় দিকি । যেমন যেমন আমি করবো, তোরাও তেমনি তেমনি করবি ।

গোলাম । আচ্ছা চল ।

[পাঁচ সেকেণ্ড বিরাম]

তিনজনে কিছুক্ষণ চুপচাপ চলতে লাগলো । কিছুদূর যাবার পরে মন্টু হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল ।

নান্ন । হঠাৎ থামলি কেন ?

মন্টু । ওই যে সাইন-বোর্ড দেখছিস, ওটা ‘কাফে ডি প্যারিস ।’ সাহেব পাড়ার রেস্টোরাঁ ।

নান্ন । ওখানে যেতে চাস্ নাকি ?

মন্টু। তবে আর বলছি কি ! ভড়কে যাসনে যেন—আমার সঙ্গে
স্মর্ স্মর্ করে ঢুকে পড়্ দিকি ! দোহাই বাবা “টো টো
কোম্পানী”— যা থাকে ভাগ্যে ।

[তিন বন্ধুতে রেষ্টুরেণ্টে ঢুকে একটা টেবিলের
সামনা-সামনি বস্‌লো । নানু হুজুর দিলে] :

নানু। এই বয় !

বয়। (তটস্থ হয়ে) সেলাম হুজুর ।

ফাউল ফুল ডিস, মোগলাই পরোটা, ডবল ডিমকা
মামলেট, মটনকারি, ভেজিটেবল চপ্, কাট্‌লেট
জল্‌দি জল্‌দি লে আও ।

বয়। বহুৎ আচ্ছা হুজুর । (বয় চলে গেল) ।

মন্টু। (চাপা স্বরে) বয়টা খাবার আনতে গেল—যাক । আমার
মটো কি জানিস নানু ?

নানু। কি মটো তোর শুনি ?

মন্টু। অনেক দোকানে লেখা থাকে, “আজ নগদ কাল বাকি”
দেখছিস কখনো ?

নানু। দেখেছি । কিন্তু মটো কি ?

মন্টু। আমার ঠিক তার উন্টো, অর্থাৎ ‘আজ বাকি কাল নগদ ।’

নানু। কিন্তু তোর মটোর কথা শুনলে দোকানী লাঠি নিয়ে
আসবে ।

মন্টু। হুঁ, হুঁ, আমি হলুম একটা নামজাদা ম্যানেজার । আমার

পরিচয় পেয়ে কেমন খাতির করবে—পরে বুঝতে পারবি !

[বয় খাবার এনে টেবিলে হাজির করলো। তিনজনের যা ক্ষুধা—প্লেটের খাবার মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যাবার মতন হলো।]

গোলাম। নান্ন রে !

নান্ন। কেন রে গোলাম রহমান।

গোলাম। কেমন খাচ্ছিস বল দিকি ?

নান্ন। ফাউলটার যা টেষ্ট হয়েছে রে !

গোলাম। তবে বাবুর্চিটার সঙ্গে খাতির মোহাব্বত কর—রোজ বিনি পয়সায় খেতে পারবি।

নান্ন। তোর যেমন কথা—ঐ বুড়ো বাবুর্চি— !

মর্টু। একটা কাজের কথা শোন। ব্যাটা যখন বিল নিয়ে আসবে তখন টাকা আমরা তিনজনে একসঙ্গে দিতে চাইব। ও বেচারী একদম ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাবে। তারপর যা করতে হয় করবো খন,—বুঝলি রে !

নান্ন। তোর সাগরেদ হয়ে এইটা আর বুঝতে পারছি না !

মর্টু। বেশ, বেশ। এই বয় !

বয়। (দূর হতে) হুজুর।

মর্টু। আওর কেয়া হায় ?

বয়। ডিমকা পোচ্ হায়,—রুহি মছলিকা ফ্রাই হায়, কারি হায়, কেক হায়, পুডিং হায়, আওর—

মণ্টু । আওর যো কুছ হ্যায়—সব কো তিন তিন প্লেটমে
লে আও ।

বয় । বহৎ আচ্ছা হুজুর ।

মণ্টু । তাখ্‌নারে ছোকরা, টো টো কোম্পানীর ম্যানেজারের কি
পাওয়ার ! অল্প খেয়ে হাত গন্ধ করবার ছেলে আমি
নই । মারি তো গণ্ডার—লুটি তো ভাণ্ডার ।

নান্নু । এই তো মরদ কা মাকিক বাত ।

মণ্টু । বয় !

বয় । জি হুজুর ।

মণ্টু । চা লে আও ।

বয় । বহৎ আচ্ছা হুজুর ।

মণ্টু । (ঢেকুর উঠলো) আচ্ছা ফলার হলো যা হোক অবেলায় ।
বেঁচে থাক আমাদের “কাফে-ডি-প্যারিস ।”

নান্নু । বয় !

বয় । হুজুর ।

নান্নু । বিল লে আও ।

[বয় দ্রুতপদে গিয়ে বিল এনে হাজির করলো । গোলাম বিল তুলে নিয়ে
পড়লো]

গোলাম । সতের টাকা তের আনা ।

মণ্টু । এত খেলুম, তার দাম হলো এই ক’টা টাকা মাত্র !

নান্নু । তোমাদের রেপ্তুরেণ্টের সব জিনিস বহৎ সস্তা দেখছি হে ।

মন্টু । এই দেখো ইয়ে—ছনিয়ার সেরা হোটেলগুলোতে আগে থেকে টাকা জমা দিয়ে রেখেছি—গিয়ে বসলেই হলো । ওঃ-যা দাম ! একটা হাফ-বয়েল ডিম এক টাকা । যাক্ বিল কত হলো—সতেরো টাকা তের আনা ? আমি দিয়ে দিচ্ছি । খবরদার নান্নু সায়েব, আর গোলাম সায়েব তোমরা দিতে পারবে না । দেখ, আমি হলুম গিয়ে একটা টো টো কোম্পানীর ম্যানেজার,—হনলুলুতে ইয়া বড়ো অফিস ।

গোলাম । ঠাখো ভাই মন্টু মিঞা, তুমি এতবড়ো একটা ম্যানেজার বলে সব সময় তোমাকে খাতির করে চলি । মাতুর এই ক'টা টাকা আমি না দিলে লোকে বলবে কি । ছিঃ ছিঃ ভারী লজ্জার কথা । বয়, ইধার আও ।

মন্টু । নেহি—নেহি, তোম খাড়া রহো । হাম দেগা । ঔন্ সাহেবকা পাস্ মত লেও ।

বয় । এহি তো বড়া মুশ্কেল কা বাত হায় হুজুর । হাম কিয়া করেরগা ।

মন্টু । তোমায় কিছু করতে হবে না—শ্রফ দাঁড়িয়ে থাকো । হ্যারে নান্নু, একটা কাজ করলে হয় ।

নান্নু । কি করতে চাও ?

মন্টু । বয়টার চোখে রুমাল বেঁধে ঘরের ও কোণ থেকে ছেড়ে দিই । ও এসে যার চেয়ার ছোঁবে তাকেই টাকা দিতে হবে ।

নান্ন । ঠিক, ঠিক—লাথ কথার এক কথা । কেবল চেয়ার ছোঁয়া—

ছুঁয়ি হোক—চেয়ার ছোঁয়া—ছুঁয়ি হোক—

গোলাম । মরবার আগে তোমার মাথাটা মিউজিয়ামে রেখে যেও
ম্যানেজার সাহেব, লোকের উপকারে লাগতে পারে ।

মন্টু । বয় !

বয় । কি হজুর ।

মন্টু । এস আমার সংগে । আমার এই রুমাল দিয়ে তোমার
ছাঁচোখ বেঁধে দিচ্ছি, তুমি এসে যাকে ছোঁবে সেই বিলের
টাকা দেবে ।

(মন্টু বয়টাকে নিয়ে ঘরের কোণের দিকে সরে গেল । নিরাপদ দূরত্ব
বুঝে নিজের রুমাল বের করে বেশ শক্ত করে তার চোখের ওপর ঢাকা
দিয়ে বেঁধে দিলো ।)

বয় । উঃ, বহুত দরদ মালুম হোতা হ্যায় হজুর ।

মন্টু । ষাঁড়ের মতো চেলাচ্ছে দেখ ।

গোলাম । চুপ, চুপ, কিছু দেখতে পাচ্ছিস ?

বয় । নেহি হজুর—বিলকুল অঁধেরা হ্যায় ।

মন্টু । ঠিক হ্যায়—ঠিক হ্যায়, সব কুছ অঁধেরা হোগা ।

নান্ন । তুই এসে যার চেয়ার ছুঁবি—সেই তোকে টাকা দেবে—
বুঝলি !

বয় । জি হঁা হজুর ।

(গোখ বাঁধা হয়ে বয়টা এক পা এগোয় আর দু'পা পিছোয়)

মন্টু । (চাপা স্বরে) ওরে নান্ন, ওরে গোলাম, এই বেলা সরে
পড়ি চল্ । নইলে বিলের টাকা দিতে হবে যে রে—চল্
শীগগীর চল্ ।

নান্ন । আমরা এবার হাওয়া—

(তিনজন হাসতে হাসতে 'কাফে-ডি-প্যারিস' থেকে বের হয়ে গেল)

— যবনিকা —

অতি বুদ্ধি

[ছোট্টু ধোবা বুদ্ধির তালগাছ । ধান বল্লে পান বোঝে—পান বল্লে গান করতে থাকে । এমন যার বুদ্ধিসুদ্ধি তার সঙ্গীও জুটেছে তেমনি এক গর্দভ অর্থাৎ একটি সাড়ে তিন ঠ্যাং-এর নড়বড়ে গাধা । যতটা হাঁটে ততটা টাল-মাটাল করে । টল্তে শুরু করলেই ছমড়ি খেয়ে পড়ে যেতে চায় । এই গাধা আর ছোট্টু নিজে, এছাড়া তার সংসারে আর কেউ নেই । কাক তাড়াবার জন্ত একটা কুকুরও নয়—পাতের এঁটোকাঁটা খেয়ে ইঁদুর মারবার জন্তে একটি বেড়াল অবধি নয় । ছোট্টু আর গর্দভ—গর্দভ আর ছোট্টু । এ বলে আমার ঙ্খাখ্—ও বলে আমার ঙ্খাখ্ । এই গাধা আর সে দু'জন ভোর বেলায় ঘাটে বের হয়ে যায় কাপড়ের বোঝা নিয়ে—দুপুর হতে না হতে কাজ শেষ করে বাড়ী ফিরে আসে । ঘাট থেকে বাড়ী আসবার পথে একটা পাঠশালা । দুপুর বেলায় সেই পাঠশালার পাশ দিয়ে সে যেতে যেতে শুনতে পেল সেই অল্প বয়স্ক শিক্ষকটি ছাত্রকে বলছিলেন :]

(স্কুলের ছাত্রদের কোলাহল)

শিক্ষক । হ্যারে রহমান !

রহমান । কি স্মার !

শিক্ষক । কাল যে পড়টা মুখস্থ করতে বলেছি, সেটা হয়েছে ?

রহমান। হয় নি স্যার। কাল বিকেলে হাটে গেছিল,—পড়তে পারি নি।

শিক্ষক। বটে রে বদমায়েশ, কেবল ফাঁকি! বিকেলে হাটে গেছিলি,—কেন, রাত্রে পড়তে পারিস্ নি?

রহমান। না স্যার, বাড়ীতে কেরোসিন ছিল না।

শিক্ষক। আজ সকালে কি হয়েছিল রে উল্লুক? কেবল ফাঁকির মতলব। আয় ইদিকে আয়,—হতভাগা গাধা।

রহমান। জি স্যার, কাল হবে।

শিক্ষক। রোজ কাল। না সে হবে না, আয় ইদিকে। কত গাধা পিটে হাকিম করে দিলুম—তাকে পারবো না। হতভাগা উল্লুক। (বেতের শব্দ)

রহমান। ওরে বাবারে—গেলুম গো স্যার—মরেছি গো স্যার—

(শিক্ষকের কথা শুনে ছোট্টুর মন চড়াং করে উঠল। তাইতো তার গাধাটাকেও লিখতে পড়তে দিলে হয়। তা হলে সেও হাকিম হবে। হাকিম হলে ছোট্টুর আর কোন ভাবনা থাকে না। আর পরের কাপড়ের বোঝা বয়ে তাকে মরতে হবে না। ছোট্টু গাধাটাকে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে পাঠশালার আঙিনায় এসে ঢুকলো)।

ছোট্টু। আদাপ হই পণ্ডিতজী।

শিক্ষক। ছোট্টু ধোবা যে রে! কি চাস্?

ছোট্টু। জি পণ্ডিতজী, আপনি তো বেশ হন্রী মানে সব-জান্তা লোক দেখছি।

শিক্ষক। সে তো বটেই। তা, কি বলছিস্ তুই?

ছোট্টু। বল্ছি ঠিকই। আপনি এমন কাজ করতে পারেন তা কি আগে জানি !

শিক্ষক। কি করেছি বল্ দিকি। বল্ জল্দি বল্।

ছোট্টু। বল্ছি। সেই জন্মেই তো এলুম। আপনার মত পণ্ডিত থাকতে আমার একটা জানোয়ারও এতদিনে হাকিম হলো না।

শিক্ষক। কি বল্ছিস্ কি তুই বেল্লিক !!

ছোট্টু। আপনি এই মাত্র তো একটা পড়ুয়াকে বললেন পণ্ডিতজী, কত গাধা পিটে হাকিম করে দিলুম, তোকে পারবো না ! এই কথা শুনেই আপনার কাছে এসেছি !

(শিক্ষক ধোবার বুদ্ধি বুঝতে পারলেন। তিনি পরিহাস করবার জন্মে তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন)

শিক্ষক। ওঃ, এই কথা ! তা আগে বলতে হয় ! আমি ভেবেছিলুম অণু কিছু।

ছোট্টু। আপনি এমন গুণী লোক থাকতে এই গাধার বাপ-দাদারা সব মুখ্য হয়ে রইলো। তারা যাক্, বুড়ো হয়ে গেছে। এ বয়সে কি আর শিখবে ! এটা ছোকরা গাধা—একে গড়ে-পিটে মানুষ করে দিন।

শিক্ষক। মিষ্টি কথায় তো চিড়ে ভিজবে না ছোট্টু—পরস্পর ছাড়তে হবে।

ছোট্টু। ঠিক তো পণ্ডিতজী—ঠিক। লেখাপড়া অমনি হয় না,

সে আমি জানি। ধোবা হলে কি হবে—এ বুদ্ধি আমার আছে। কত ট্যাকা লাগবে হুকুম করুন।

শিক্ষক। তা দিস্ দশ বারো কুড়ি যা পারিস। ছ'মাস আমার কাছে থাকবে—লেখা-পড়া করবে, এর একটা খরচ আছে তো ?

ছোট্টু। আলবৎ, নিশ্চয় দেব—কাল দিয়ে যাবো। আজ আমার গাধাটা তবে রইলো আপনার কাছে, বড়ো ভাল জাতের গাধা। আপনার সঙ্গে দু'দিন থাকলে ঠিক আপনার মতন হয়ে যাবে।

শিক্ষক। বটে-ই তো—বটে-ই তো, এ্যাদিন তোর মতো ছিলো, এবার আমার মত হবে, কেমন রে ?

ছোট্টু। জি হজুর।

(সহসা গর্দভের চীৎকার)

দেখছেন পণ্ডিতজী, জানোয়ার হলে কি হবে—ও সব বুঝতে পেরেছে। আমায় ছেড়ে থাকতে হবে কিনা, তাই কেমন কাঁদছে। বাপ গাধুরে, কাঁদিস নি সোনা, কাল তোর লেগে ছাতু-লঙ্কা আন্বো, ছোলা ভাজা আন্বো, নতুন গুড়ের মুড়কি আন্বো ; মশুর ডালের ভূষি আন্বো।

শিক্ষক। ব্যাটা ধোবা, আশী বছরে তোদের বুদ্ধি হয়। গাধা তোর কাঁদবে কেন ?—হাসছে, প্রাণ ভরে হাসছে। আর

কাপড় বইতে হবে না—আর ঠ্যাঙানি খেতে হবে না।
এবারে হাকিম হয়ে ইংরেজী বলবে—টুপি টাই এঁটে
এজলাসে গিয়ে চেয়ারে বসবে, তাই মনের আনন্দে ডাক
ছেড়ে হাসছে।

ছোটু। হেঁ হেঁ হেঁ, আজ তো হাসবেই, হাসো যতবার ইচ্ছা
হয় হাসো। আজ তবে চল্নু পণ্ডিতজী—আদাব হই।

(এই দিন থেকে ঠিক ছ'মাস পরে। ছোটু প্রতিটি দিন গণে গণে কাটিয়েছে।
তার সঞ্চিত ৪৫ কুড়ি টাকা সে পণ্ডিতকে দিয়ে এসেছে তার গাধা যদি
মানুষ হয়, তবে সে সব ফিরিয়ে পাবে।)

শিক্ষক। ছ'মাস আজ পূর্ণ হলো। সেই ধোবা ব্যাটা আজ ঠিক
আসবে। গাধাটাকে কবে হাতে বিক্রী করে
দিয়েছি!

(বাইরে কড়া নাড়ার শব্দ)

শিক্ষক। কে রে?

ছোটু। আমি ছোটু ধোবা হজুর। আদাব হই পণ্ডিতজী।

শিক্ষক। আয়রে ছোটু আয়, তোর কথাই ভাবছিলুম। তোকে
দেখে ভারী খুশী হয়েছি।

ছোটু। আপনার সঙ্গে মোলাকাত করে আমারও দিল খোশ
হয়েছে পণ্ডিতজী। তা দেখুন ইয়ে আমার গাধুটার জন্তে
মন কেমন করছে। কোথায় সে!

শিক্ষক। আরে তার কথাই তো বলছি। আরো ছ'চার দিন
আগে এলিনে কেন! বড় ভালো জাতের গাধা ছিলো

রে ! তিন মাস যেতে না যেতে একেবারে মাথায়—
বুঝলি রে ছোট্টু ।

ছোট্টু ।

শিক্ষক ।

মাথায় কি হলো, শিং গজালো নাকি ?

বেল্লিক কাঁহাকা ! শিং নয়, শিং নয়রে ব্যাটা ! মাথায়
টুপি এঁটে সায়েব, একেবারে হাকিম সায়েব আর কি !

ছোট্টু ।

তা হবেই তো । গাধাটা যা তা জাতের ছিলো না
পণ্ডিতজী, ওর বাপ শুয়ে থাকতো একটা উকীলের
বাড়ীর বারান্দায়, আর মা কিছুদিন ছিলো হোমিওপ্যাথ
ডাক্তারের বাড়ীর বৈঠকখানায় আর সে একটা সামান্য
হাকিমও হবে না !

শিক্ষক ।

বড় উঁচু ঘরের ছেলেরে !

ছোট্টু ।

কোথায় সে ? দেখি একবার ।

শিক্ষক ।

বড় ব্যস্তবাগীশ তুই দেখছি । হাকিম হয়ে আমার কাছে
ছিলো ক'দিন । তুই এলিনে ! চাক্রির চিঠি আসতেই
চলে গেল ।

ছোট্টু ।

কি সর্বনাশ ! চলে গেছে ? কোথায় গেছে ?

শিক্ষক ।

মুখ্য লোক, কত আর বুদ্ধি হবে বল ? হাকিমেরা চাকরী
করে কোথায় ! শহরে—বুঝলি রে বোকা—সেখানে যা,
দেখা হবে । সবাইকে জিজ্ঞেস করবি, নতুন হাকিম
এয়েছে, বুঝবি সেই তোর ইয়ে—বুঝতে পারলি !

ছোট্টু ।

আমাকে চিনতে পারবে তো ?

শিক্ষক ।

শোনো কথা, এতকাল তোর খেয়ে পরে মানুষ হলো

—আজ চিন্তে পারবে না। তোর কথা তার মনে আছে
রে ছোট্টু—মনে আছে। তবে একটা কথা।

ছোট্টু।

কি কথা?

শিক্ষক।

বল্ছিলুম কি, সে এখন হাকিম হয়েছে—সাহেব-সুবো
মানুষ আরকি, তোর সে গাধা আর গাধাতো নেই—চট করে
যদি চিন্তেই না পারে—তাই বলছি, যে দড়ি দিয়ে তাকে
বাঁধতিস, আর যে লাঠি দিয়ে ঠ্যাঙাতিস—সঙ্গে নিয়ে যাস।

ছোট্টু।

আবার তাকে পিটতে হবে নাকি?

শিক্ষক।

সাধে বলে ধোবার বুদ্ধি! ওই দড়ি আর লাঠি দেখলেই
তোকে চিনতে পারবে। বুঝলি?

ছোট্টু।

বুঝলাম! তবে চলি। আদাব হই পণ্ডিতজী।

[ছোট্টু লাঠি আর দড়ি নিয়ে শহরের দিকে রওয়ানা হোল। পাঁচশত
জনের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করে সে আদালতে এসে পৌঁছুল। আদালত
গৃহ তখন লোকজনে জম-জমাট। একজন আদালী এসে চীৎকার করে
ডাকছিল : ফৈজুদ্দী খাঁ হাজির হো। (৩ বার)]

আদালী। ফৈজুদ্দী খাঁ হাজির হো—ফৈজুদ্দী খাঁ হাজির হো—ফৈজুদ্দী
খাঁ হাজির হো।

ছোট্টু।

সবার কাছে শুনলুম, ঐ নতুন হাকিমের এজলাস। যাই,
এগিয়ে দেখি। বাঃ, বাঃ, গাধু হাকিম হয়ে দিব্যি নেয়াপাতি
ভুঁড়ি বাগিয়ে বসে আছে। ইয়া গোঁফ—ইয়া পাংলুন—
চমৎকার দেখতে হয়েছে! ওগো গাধু সায়েব, আমার
চিনতে পারছো?

হাকিম । আদালী !

আদালী । হযোর ।

হাকিম । বাহার মে দেখো—উ আদমী কেয়া মাংতা !

আদালী । বহৎ আচ্ছা হযোর । এই, কেয়া মাংতা হ্যায় !

ছোটু । তুই ব্যাটা কে রে ? এসেছি আমার গাধু সায়েবকে দেখতে ।
আমায় বলে, কেয়া মাংতা হ্যায়, হোই হাকিম মিঞা,
আমাকে চিনতে পেরেছো ?

হাকিম । তোন্ কোন্ হ্যায় ?

ছোটু । হাম ছোটু ধোবী হ্যায়—তোমারা মনিব হ্যায় । এতকাল
খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করলুম আজ হাকিম হয়ে চেয়ারে
বসে আমায় চিনতে পারছো না—কেমন !

হাকিম । আদালী !

আদালী । হযোর ।

হাকিম । নিকাল দেও উস্কো—পাগলা হ্যায় ।

ছোটু । (বিকৃত কণ্ঠে) পাগলা হ্যায়,—নেমক-হারাম, বেঈমান !
এই দড়ি আর লাঠি দেখতে পারছো, এখনো আমায় মনে
পড়ছে না ?

হাকিম । (হাস্য করিলেন) হুঁ-হুঁ-পড়েছে ।

ছোটু । হেসো না, সত্যি করে বলো দিকি আমায় চিনতে পেরেছো
কি না ? যখন গাধা ছিলে তখন বড্ডো বেয়াড়া ছিলে
তুমি, তাই এক আধটুকু পিটেছি—সে তোমার ভালোর
জন্তেই করেছি বাপধন । এখন আমায় চিন্তে পেরেছো ?

হাকিম । বেশ মজা তো । হু পারলুম ? তারপর ?

ছোট্টু । এই লাঠি আর দড়ি দেখে না চিনবার কি জো আছে ? অনেক কষ্টে তোকে মানুষ করেছি বাছা—আমার বুড়ো বয়সের ভরসা তুই । আমায় ফেলিসনি বাবা ।

হাকিম । তোকে চিনতে পারলুম কিন্তু কিছু বুঝতে পারলুম না । বল দিকি কি ব্যাপার ?

ছোট্টু । কত দিন পরে দেখা—চিনতে পেরেও একটু খাতির যত্ন নেই !

হাকিম । মুশ্কিল ! বল না, কি ব্যাপার ?

ছোট্টু । আর বলে কাজ নেই । ছিলে গাধা—মানুষ হয়ে হয়েছে হাকিম । চেয়ারে বসেছো—টাকা কড়ি রোজগার করছো—এখন তো পুরানো মনিবকে চিনতে পারবে না । তুমি বড় হয়েছে—সুখে থাকো, আমি চললাম ।

হাকিম । আহা হা—রাগ করে চলে যাচ্ছিস কেন—বোস । আদালী, একে এক টাকার মিষ্টি খাইয়ে দে না ।

আদালী । যাই হুয়োর ।

ছোট্টু । তবে যে এতক্ষণ চিনতে পারছিলিনা । আয়, কাছে এসে বোস । গাধার মুখ থেকে কি সুন্দর মানুষের মুখ হয়েছে । যাক, দেখা হলো । তোকে গরু খোঁজা করে খুঁজে খুঁজে হররান হয়ে গেছি । এইবার তোর একটা বিয়ে দিয়ে নিশ্চিত হই ।

হাকিম । সে গুড়ে বালি । বিয়ে কবে হয়েছে, বড় মেয়ে কলেজে
পড়ছে ।

ছোটু । ছ'মাসের মধ্যে বিয়েও করলি—ছেলেপুলেও হলো ! যা,
আগাগোড়া ধান্না । মানুষ হলে কি হবে—জানোয়ারের
স্বভাব তোর আজও গেল না ।

(মূর করে)

তাক্ ডিমা ডিম্ ডিম্

আমার গাধু হলো হাকিম ।

হাকিম হয়ে গোঁফ গজালো

হাট পরিলো—টাই ঝুলালো

চিন্তে মোরে না পারিল

(হায়রে—একি) আজব ঘোড়ার ডিম ।

গাধু আমার হলো হাকিম ।

খেঁকশেয়ালের দাওয়াত

(স্থান—পদ্মা নদীর তীর, ঘন জঙ্গল । কাল—মধ্যাহ্ন ।)

বাঘ । হালুম-হুম্ খেঁকশেয়াল সাহেব । আদাব ।

খেঁকশেয়াল । মাননীয় বাঘ বাহাদুর যে, আশুন—, আদাব ।
আপনি বনের বাদশা, শত কাজ ফেলে সময় ক'রে
যে আমার পুত্রের বিবাহে আস্তে পেরেছেন—
আমার নসিব । আপনার পলাশডাঙার সবাইকে
তো দাওয়াত করেছিলুম, তারা এখনো এনে
পৌঁছুলেন না ।

বাঘ । আমি না এলে তো কেউ আগে আসতে পারে
না, ঐ যে সবাই আসছেন । কিহে পণ্ডিত, এত
দেরী যে ?

শৃগাল । ক্যা ছয়া—ক্যা ছয়া—একটু দেরী ছয়া । আসবার
পথে একটা রামছাগলের বাচ্চা পেলুম, নাশতাটা
না সেরে আসি কি করে । জানি তো বিয়ে বাড়ী—
কখন বরাতে জুটবে বলা যায় না ।

[বেড়ালের প্রবেশ]

খেকশেয়াল । পণ্ডিত রসিক লোক, নাশ্তা হয়েছে—ভালোই হয়েছে ।

এই যে সরকার সাহেব, আদাব ।

বেড়াল ।

আদাব খেকশেয়াল সাহেব, আপনার পুত্রকে এই
ইঁদুরের মুণ্ডমালা ছড়া আমার আশীর্বাদ দেবেন ।

খেকশেয়াল । এ সব আবার কেন ! নিমন্ত্রণ-পত্রে তো উল্লেখ ছিলো,
'লৌকিকতার পরিবর্তে আশীর্বাদ প্রার্থনীয়' । তা
মালাছড়া যখন এনেছেন—

[কুমীরের প্রবেশ]

কুমীর । আদাব খেকশেয়াল সাহেব ।

খেকশেয়াল । খান সাহেব কুমীর যে, আশুন—আশুন । ঘড়েল
সাহেব এলেন না ?

কুমীর । নামেও ঘড়েল—কাজেও ঘড়েল । কিছু দেবার ভয়ে
এলেন না ।

[ইঁদুরের প্রবেশ]

খেকশেয়াল । আরে কে ও, ইঁদুর সাহেব যে ! মুণ্ডমালা দেখে ভয়
পেয়েছেন, না ! কি মুশ্কিল ! ঘাবড়ে যাবেন না—
বিবাহ সভায় কোনো অভদ্রতা ঘটতে দেবো না ।

ইঁদুর । চিঁ—চিঁ—চিঁ—ঘটলেই বা কি কর্চি, না আসাই
ভালো চিলো দেখ্‌চি ।

[ব্যাঙের প্রবেশ]

ব্যাং । গ্যাঙের গ্যাং—গ্যাঙের গ্যাং, বাড়িয়ে দিন্ সবাই
ঠ্যাং, সেলাম করি আমি গরীব ব্যাং ।

থেকশৈয়াল । আমুন—আমুন ব্যাং বাহাদুর, আপনাকে দেখে চিন্তা
হলো দূর ।

(সকলের হাস্য)

(সকলের প্রতি) আপনারা সকলে কলাপাতায় পা মুছে
আসরে গিয়ে বসুন ! বহুৎ গান-বাজনার জলসা হবে ।

বাঘ । হুম্ । বহুৎ আচ্ছা, কে কে এসেছে ?

থেকশৈয়াল । জুনাগড় থেকে এসেছেন আরম্মলা টিক্‌টিকি, মুখে
তাদের ইয়া দাড়ি—মাথায় মস্ত টিকি !

বাঘ । হুম্ । তবে তো ভারী ওস্তাদ আছে । ওমদা জলসা
হবে ।

থেকশৈয়াল । আসরে গিয়ে বসুন তবে ।

রামফড়িং । (গান) আমি রামফড়িং নাচি তিড়িং তিড়িং

নাচি চঞ্চল ছন্দে ;

থেকশৈয়ালের বিয়েয় এসে

লুচি মঙা খাব ঠেসে.

আরো চাবো মনের আনন্দে ।

ব্যাং । গ্যাঙোর গ্যাঙোর গান গাই নাচি আর বগল
বাজাই ।

উভয়ে । ক্ষিধেয় পেট চাঁই চাঁই আহারেতে মন দে !

বাঘ । হুম্—হালুম আচ্ছাসে নাচনা হ্যায়—আচ্ছাসে গানা
হ্যায় ! ব্যাঙের ছাতা তোমলোগকা বখশিশ্ ।

রামফড়িং । বহুৎ আচ্ছা হুয়োর !

খেকশেয়াল । লক্ষ্মী থেকে ছুঁচা বাইজী এসেছেন—গান-বাজনার
বহুৎ ওস্তাদ আছেন । এবারে তিনি একটা গান—
মানে—ইয়ে—রবিঠাকুরের ঠুংরি শোনাবেন ।

ছুঁচো । হামি বাংলা মুল্লুকমে আগারি কভি আয়া নেহি,
লেকেন বাংলা গান হামি বহুৎ পেয়ার করি । রবি
বাবু আচ্ছা আদমি ছিলেন—ওনার বাংলা কেতাবকা
দোকান ছিল বিশ্বভারতীমে—বই বিক্রী ক'রে বহুৎ
পরসা কামিয়েছেন । উনি ভি থোড়া লিখনে ছাকতা—
হামি ওনার একটি বাংলা ঠুংরি গাচ্ছি ।

খেকশেয়াল । আপনারা গান শুনুন । আমি আপনাদের আহারের
ব্যবস্থা দেখছি ।

(প্রশ্নান)

ছুঁচো ।

গান

ক্ষান্ত পিসির দিদি শাশুড়িরা তিন বোন ছিল কালনায়,
নুন দিয়ে তারা পায়েস রাধত—চিনি দিত তারা ডালনায় ।

ইঁদুর ।

ঘণ্টাখানেক হতে চললো, সাহেব সেই যে 'আসি'
ব'লে বাড়ীর মধ্যে ঢুকেছেন আর তার দেখা নেই ;
ক্ষিধেয় এদিকে পেট চাঁই-চাঁই । আর সহ্য হয় না
বাপু । পাশেই ব্যাং রয়েছে—খাবো ওটাকে ? দোষ
কি—পেটে ক্ষিধে, সামনে আহার ।

(ব্যাঙকে আক্রমণ)

বেড়াল ।

আর চক্ষুলজ্জা ক'রে লাভ কি ! দেখতেই তো পেলুম
—কি ঘটলো । ইঁদুর চিরদিন আমার খাও -ওকে না
খাওয়া-ই পাপ ।

(ইঁদুরকে আহাৰ করল)

শৃগাল ।

হু-হু-হু-হুকা-হুয়া । খেঁক সাহেবের বাড়ী ভোজ—
বাবা—কেপ্লনের হাড় । কোথায় ভেবেছিলাম সজারুর
কালিয়া—শামুকের চৰ্চড়ী খেয়ে মুখটা পালটাবো—
কিছুই হলো না । শেষে বেড়াল দিয়েই পেটের আগুন
নেবাতে হলো দেখছি ।

(বেড়ালকে আক্রমণ)

বাঘ ।

হুম্ । ব্যাঙকে ফলার করলে ইঁদুর, ইঁদুরকে ধরলে
বেড়াল আর বেড়ালকে খেয়ে পেট ঠাণ্ডা করলে শেয়াল
পণ্ডিত । আমি এই বনের মহামান্য বাদশাহ, আমার
সামনে বেয়াদপি, উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে পণ্ডিতকে ।

(শেয়ালকে আক্রমণ)

কুমীর ।

বাঘ ভায়া শেয়ালকে শেষ করলে । বাঘটাকে আমিই
বা ছাড়ি কেন ! এসো বাছাধন, তোমায় পেটের মধ্যে
রাখি ।

(বাঘকে আক্রমণ ; বাঘও কুমীরকে পাণ্টা আক্রমণ করল । উভয়ের
যুদ্ধ ও মৃত্যু হ'ল ।)

খেঁকশেয়াল । গর্তের ভেতর লুকিয়ে সব দেখেছি । কিছুমাত্র খরচ

হলো না—অথচ আমার ছেলের বিয়েতে সবাই দিবি
পেট ভ'রে ফলার করলে । আমার বাড়ীতে ভোজ—
আমিই বা বাদ যাই কেন ? ছ'জন মহাবীর ম'রে প'ড়ে
রয়েছে—আমি একা, তিন মাসেও শেষ করতে পারবো
না । ওরে, বাড়ীর মধ্যে যে যে আহিস সবাই নির্ভয়ে
বেরিয়ে আয়—বিয়ের ভোজ খাই ।

—যবনিকা—

বিচার

মুঘল সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগ। বাদশাহ-কুলতিলক শাহানশাহ আকবর স্বল্পকাল পূর্বে ভারতের শাহী তখতে বসেছেন। ইতিমধ্যে তাঁর বীরত্বের ও স্বশাসনের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। শাহীদরবারে সম্রাট আকবর বসেছিলেন।

মহাকবি বন্দনা করছিলেন :

ভারত সূর্য সম্রাট আকবর
সিংহের মতো শৌর্য যঁহার
চায় বিচারক জগৎ 'পর।

দৌবারিক। বন্দেগী জাহাঁপনা।

আকবর। কি সংবাদ দৌবারিক ?

দৌবারিক। চিতোরের রাণা প্রতাপ সিংহের স্পর্ধা সীমা অতিক্রম করেছে।

আকবর। কি ঔদ্ধত্য তার ?

দৌবারিক। মহামাণ্ড শাহানশাহের অধীনতা স্বীকার করতে রাণা প্রতাপ সম্মত নয়।

আকবর। পিপীলিকার পালক হয় ধ্বংসের জন্ম। উপযুক্ত শাস্তি অবশ্যই সে পাবে। সিপাহ্ সালার !

সেনাপতি । হুকুম জাহাঁপনা ।

আকবর । রাণা প্রতাপের ছিন্নমুণ্ড সপ্তাহ মধ্যে আমি দর্শন করতে চাই ।

সেনাপতি । যো হুকুম খোদাবন্দ ।

আকবর । আগামীকল্য সূর্যোদয়ের পূর্বে চিতোর আক্রমণ করতে যাত্রা করবে ।

সেনাপতি । জাহাঁপনার হুকুম শিরোধার্য ।

দৌবারিক । অপর একটি সংবাদ নিবেদন করছি জাহাঁপনা । রঘু-পতি সিংহ জাতিতে রাজপুত—সে একটি বিদ্রোহীদল গঠন করেছে ।

আকবর । বটে !

দৌবারিক । শাহানশাহের বিরুদ্ধাচরণের দুঃসাহস তার !

আকবর । তার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন ।

দৌবারিক । ইতিমধ্যে মুঘল সৈন্যদলের উপর অতর্কিত আক্রমণ করবার চেষ্টা সে করছে ।

আকবর । এত স্পর্ধা !

দৌবারিক । স্পর্ধা অসহনীয় জাহাঁপনা ।

আকবর । অকুরেই এই বিষবৃক্ষের মূলোৎপাটন করতে হবে । সিপাহসালার !

সেনাপতি । হুকুম জাহাঁপনা ।

আকবর । এই দস্যুদলকে অনতিবিলম্বে ছত্রভঙ্গ করা প্রয়োজন ।

নগণ্য একজন গ্রাম্য সদাঁর নিতান্ত উপহাসের পাত্র ।
 সেই মূষিকের সাধ পর্বত লঙ্ঘনের !

সেনাপতি । এদের বন্দী করে জাহাঁপনার সমীপে শীঘ্র হাজির
 করবো ।

আকবর । দলের সবাইকে মাটিতে অর্ধ প্রোথিত করে প্রস্তর
 নিক্ষেপে মস্তক চূর্ণ করতে হবে । দৌবারিক !

দৌবারিক । হুকুম খোদাবন্দ ।

আকবর । রাজ্যের আভ্যন্তরীণ অপর কোন সংবাদ ?

দৌবারিক । উদয়পুর, যোধপুর, বিকানীর, জয়পুর প্রভৃতি রাজ্যের
 মহারাণাগণ জাহাঁপনার আনুগত্য স্বীকার করেছে ।

আকবর । সুসংবাদ বটে ।

দৌবারিক । এইসব রাজ্যের প্রধানগণ জাহাঁপনার বশত স্বীকারের
 নজরানা স্বরূপ উপযুক্ত উপঢৌকন শীঘ্র প্রেরণ
 করবেন ।

আকবর । উত্তম—উত্তম । অপর কোন সংবাদ ?

দৌবারিক । সমগ্র ভারতে শাহানশাহের ত্রায়বিচার আর
 প্রজাবাৎসল্যে শান্তি আর সুখ বিরাজ করছে ।

আকবর । সুসংবাদ বটে ! অতীকার মতো শাহী দরবার শেষ
 হলো ।

(রঘুপতির বাটীর সন্মুখ ভাগ)

ফৌজদার । এইটি কি রঘুপতির বাড়ী !

ব্যক্তি । হ্যাঁ ফৌজদার সাহেব, এই বাড়ী তার ।

ফৌজদার । রঘুপতিকে সংবাদ দাও ।
 ব্যক্তি । সর্দারজী বাড়ী নাই ।
 ফৌজদার । সর্দার ! কিসের সর্দার ? ডাকাতের সর্দার নাকি ?
 কতক্ষণে সে ফিরবে ?
 ব্যক্তি । বলতে পারিনা ফৌজদার সাহেব ।
 ফৌজদার । কখন বাইরে গেছে ?
 ব্যক্তি । বোধ হয় সপ্তাহ কাল ।
 ফৌজদার ! সপ্তাহ কাল ! বটে ! তবে তার গৃহে ফিরবারও কোন
 স্থিরতা নাই দেখছি ।
 ব্যক্তি । কি প্রয়োজন তাকে ফৌজদার সাব ?
 ফৌজদার । গ্রেফতারী পরোয়ানা আছে তার নামে । যেখানে যে
 অবস্থায় পাওয়া যাবে—কয়েদ করে দিল্লীতে পাঠিয়ে
 দিতে হবে—শাহানশাহের হুকুম ।
 ব্যক্তি । শাহানশাহের হুকুম !! বহৎ আচ্ছা । সর্দারজী ঘরে
 ফিরলে তাকে জানাবো ।
 ফৌজদার । তোমাকে কষ্ট করতে হবেনা । আজ থেকে এই গৃহ
 আমরা নজরবন্দী ক'রে রাখবার ব্যবস্থা করছি ।
 ব্যক্তি । আসামীকে না পেয়ে তার আস্তানা কয়েদ করছেন,
 একি কাণ্ড ফৌজদার সাহেব ?
 ফৌজদার । আমাদের কাজ তুমি বুঝতে পারবে না ।
 ব্যক্তি । এ এক মন্দ ব্যাপার হলোনা ফৌজদার সাহেব ।
 ফৌজদার । সিপাহশালারের হুকুম—আমরা হুকুমের নওকর । আজ

হোক কাল হোক তাকে গৃহে ফিরতেই হবে। সে
ফিরবা মাত্র আমাদের হাতে বন্দী হবে।

ব্যক্তি। এতক্ষণে বুঝতে পারলুম। সিংহের গুহা আগলে
থাকলে যখনই সে বিশ্রামের জন্য আসবে অমনি তাকে
শিকার করবেন—কেমন ফৌজদার সাহেব ?

ফৌজদার। সিংহ নয়—মূষিক বলো। গৃহস্থেরা যখন নিশ্চিন্ত হয়ে
ঘুমায় তখন নেংটি ইঁদুরেরা তাদের সংসারের আসবাবপত্র
কেটে খাওয়াশস্য ছড়িয়ে যেমন অনিষ্ট করে, মূষিক
রঘুপতিও তেমনি মুঘল সৈন্যদের মাঝে মাঝে উৎপাত
করছে। বাদশাহের কানে এ খবর পৌঁছেছে। তিনি
বিরক্ত হয়েছেন।

ব্যক্তি। আপনার মজি ফৌজদার সাহেব—আপনাদের মজি।

ফৌজদার। আজ থেকে গৃহের চারিপাশে সিপাহী মোতায়েন
থাকবে—একটি কাক পক্ষীও এদিকে আসতে যেতে
পারবে না।

ব্যক্তি। সেলাম হই ফৌজদার সাহেব আসি তবে।

ফৌজদার। এসো।

(অরণ্যের গভীরতম প্রদেশ। পাখীদের কুজন কাকলীতে
বনভূমি মুখর। রঘুপতি গাছের গুঁড়িতে অন্ধ শাস্তিত ভাবে
গভীর চিন্তায় মগ্ন)।

ব্যক্তি। সদাঁরজী !

রঘুপতি। কে, কমলমীর ?

ব্যক্তি। জি সদাঁর।

রঘুপতি । কি খবর ?

ব্যক্তি । বাদশাহের ফৌজ তোমাকে খোঁজ করছে ।

রঘুপতি । বিশেষ অনুগ্রহ বাদশাহের । এতদিনে তাদের টনক
নড়েছে বুঝতে পারছি ।

ব্যক্তি । তোমার বাড়ী তাদের নজর বন্দী । কিন্তু বাড়ীর
অন্দরের খবর কিছু রাখ কি ?

রঘুপতি । খবর দেবার লোকের অভাব নেই । সংবাদ আমি
পাই ।

ব্যক্তি । তোমার পুত্র রমাপতি অসুস্থ ।

রঘুপতি । তার অসুস্থতার সংবাদ পেয়েছি ।

ব্যক্তি । এক্ষণে বিশেষ কঠিন ।

রঘুপতি । কঠিন ! ছুর্ভাবনার কারণ বটে । কমলমীর, তোমরাই
আমার ভরসা । নিয়মিত তাকে দেখা শুনা করো,
আর বৈদ্যকে বিশেষ যত্ন করে উত্তম ভেষজ দিতে
বলো ।

ব্যক্তি । কোন ক্রটি আমরা হতে দেইনি সদাঁরজী । প্রত্যহ
ছ'বেলা বৈদ্যরাজ আসছেন, তিনি নিজ হস্তে ঔষধ
সেবন করিয়ে যাচ্ছেন । সমস্ত দিনরাত তার পরিচর্যা
চলছে ।

রঘুপতি । অবস্থার উন্নতি কিছু দেখতে পাচ্ছে ?

ব্যক্তি । কিছু মাত্র না ।

রঘুপতি । কিছুমাত্র না ! বলো কি কমলমীর !!

ব্যক্তি। যথার্থ বলছি সর্দারজী। সর্বদা সে আচ্ছনের মতো
আছে মাঝে মাঝে প্রলাপ বক্তে থাকে।

রঘুপতি। প্রলাপ !!

ব্যক্তি। জি সর্দারজী, প্রলাপ! আর সেই প্রলাপের মধ্যে
তোমার কথা বলতে থাকে।

রঘুপতি। আমার কথা !!

ব্যক্তি। জি সর্দার 'বাবা' 'বাবা' বলে চীৎকার করে কেঁদে
উঠে।

রঘুপতি। আর বলোনা কমলমীর—আর আমি শুনতে পারছি
না—হা পুত্র—পুত্র রমাপতি !!

ব্যক্তি। ছুঃখ করোনা সর্দার, শীঘ্র সে সুস্থ হয়ে উঠবে।
আমি এবারে যাই।

রঘুপতি। যাও। আমি আজ রমাপতিকে দেখতে যাবো—।

ব্যক্তি। সাধ করে সিংহের মুখে এগিয়ে যেওনা যেন সর্দারজী।

রঘুপতি। সাধ নয় কমলমীর—দায়ে পড়ে। ভবিষ্য কেউ রোধ
করতে পারে না।

ব্যক্তি। আমি চল্লুম।

(সেই দিন রাত্রিতে)

রঘুপতি। ঐ আমার গৃহ। গৃহের অভ্যন্তরে রমাপতি রোগশয্যায়
মুমূর্ষ! আমি তার হতভাগ্য পিতা। তাকে দেখবার
অধিকার আমার নেই। শত্রুর ভয়ে আমি পলাতক।
বহু পশুর মত বন হতে বনান্তরে ঘুরে মরছি; শিলাতল

আমার আশ্রয় বচফল আমার খাও । রাজদ্রোহীতার
এই পরিণাম । আত্মসমর্পণ আমি করবো । যাই—
এগিয়ে যাই ।

প্রহরী । কে ? কে তুমি ?

রঘুপতি । আমি রঘুপতি সিংহ ।

প্রহরী । তোমার প্রতীক্ষা আমরা করছি । তুমি আমাদের
বন্দী ।

রঘুপতি । ধরা দিতেই এসেছি আমি । কিন্তু একটি সত্ত্ব ।

প্রহরী । কি সত্ত্ব ?

রঘুপতি । আমার একমাত্র পুত্র অতিশয় পীড়িত । সে আজ
মৃত্যুর মাঝখানে, তাকে একটিবার আমি দেখবো ।
শুধু চোখের দেখা । তাকে দেখে ফেরবার সময়ে আমি
তোমার কাছে আসবো । সেই সময়ে আমাকে বন্দী
করো ।

প্রহরী । সে হয় না রঘুপতি । তোমাকে এখন ছেড়ে দিলে
হয়তো অন্তপথে পালিয়ে যাবে ।

রঘুপতি । আমাকে বিশ্বাস করো পাহারাদার ভাই—আমি কখনো
জবান নষ্ট করি না ।

প্রহরী । বটে ! ঠিক আসবে তো ?

রঘুপতি । আসবো—আসবো—আসবো, তিন সত্যি করছি । আমি
রাজপুত্র ; রাজপুত্র কখনো মিথ্যা কথা বলেনা । এই
তরবারি ছুঁয়ে শপথ করছি ।

প্রহরী । আচ্ছা তবে যাও ।
 রঘুপতি । (অশ্রু-বিকৃত কণ্ঠে) রমাপতি,—পুত্র আমার !!
 ব্যক্তি । তুমি এসেছ সদাঁরজী ?
 রঘুপতি । না এসে কি থাকতে পারি কমলমীর ! প্রহরীর কাছে
 জীবনপণ রেখে আসতে হ'য়েছে । এই আসাই শেষ
 আসা ।
 ব্যক্তি । আমি জানি সদাঁরজী !
 রঘুপতি । রমাপতি রইল আর তোমরা রইলে. কমলমীর !
 ব্যক্তি । আদেশ করো সদাঁরজী ।
 রঘুপতি । রমাপতি যদি বাঁচে তাকে আমার আশীষ দিও আর
 তাকে তোমাদের সদাঁর করো ।
 ব্যক্তি । তোমার হুকুম আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করবো
 সদাঁরজী ।
 রঘুপতি । রাত্রির শেষ প্রহর । বিদায় দাও কমলমীর—শেষ
 বিদায় ।
 ব্যক্তি । সদাঁরজী—সদাঁর—চলে গেলো— ! শেষ প্রণাম নিয়ে
 যাও ।
 রঘুপতি । আমি ফিরে এসেছি পাহারাদার সাহেব—আমায় শৃঙ্খলে
 আবদ্ধ করো ।
 প্রহরী । রঘুপতি, তুমি দস্যুদলপতি—কিন্তু—কিন্তু তুমি পিতা ।
 রঘুপতি । আমায় বন্দী করো প্রহরী ভাই ।
 প্রহরী । বন্দী করবো ! নিশ্চয় করবো কিন্তু তার আগে আমার

একটি কথা শোনো! আমার পুত্র দীর্ঘকাল হতে
অসুস্থ! তাকে দেখবার জন্য মন আমার ব্যাকুল—
কিন্তু পরের দাসত্বে আমি বদ্ধ—তাই শত অনুয়েও
ছুটি পাইনি। পুত্রটি আমার কেমন আছে তাও
জানি না।

রঘুপতি। প্রহরী ভাই, তুমিও আমার মতো হতভাগ্য।

প্রহরী। তুমি একটিবার মাত্র মুখ-দর্শন করতে এসেছো নিজের
প্রাণের বিনিময়ে—নিজের প্রাণ বলি দিয়ে। কিন্তু আমি
চাকুরীর মোহ ছেড়ে আজও চলে যেতে পারিনি...
হতভাগ্য কে বেশী বলতো সদাঁর?

রঘুপতি। রাত্রি হয়ে আসছে—আমাকে বন্দী করো।

প্রহরী। রঘুপতি তুমি দস্যু—কিন্তু তুমি পিতা—তোমাকে আমি
বন্দী করবো না। তুমি মুক্ত। এ স্থান ত্যাগ করো।

রঘুপতি। বিস্মিত হলেম প্রহরী সাহেব! তোমার মহত্বকে
ধন্যবাদ। কিন্তু ভবিষ্যতে এজন্য তোমার বিপদ ঘটতে
পারে।

প্রহরী। সে জন্য আমি প্রস্তুত। পুত্রশোকাতুর পিতাকে বন্দী
করবো এত ক্ষুদ্রমন আমার নয়। শীঘ্র পালাও, রঘুপতি,
নইলে তোমার জীবনের বিপন্ন হতে পারে।

রঘুপতি। আলিঙ্গন দাও ভাই এবার আমি চলেম।

সেনাপতি। প্রহরী!

প্রহরী। অভিবাদন মাননীয় সিপাহশালার।

সেনাপতি । কর্তব্য কর্মে অবহেলা করলে তার কি শাস্তি তুমি জানো ?

প্রহরী । হুজুরালীর মরজি ।

সেনাপতি । তোমার মত বিশ্বাস-ঘাতক নকরের শাস্তি মৃত্যু ।

প্রহরী । হুজুরালীর ইচ্ছা ।

সেনাপতি । ফৌজদার !

ফৌজদার । হুকুম জনাব ।

সেনাপতি । এ অকর্মণ্য পাহারাদারকে শৃঙ্খলিত করে শিবিরে নিয়ে যাও ।

ফৌজদার । জো হুকুম জনাবালী ।

সেনাপতি । যে দস্যুকে ধরবার জন্তে আমাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে—যার জন্তে এই স্থানে ঘাঁটি করে আমরা দিনের পর দিন অপেক্ষা করছি—সেই দস্যুকে হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েও কয়েদ করা হয়নি । শাহানশাহ্ জানতে পারলে সকলের গর্দান যাবে !

(শাহানশাহ্, আকবর শাহের—আম্‌দরবার । দৌবারিক এসে কুনিশ জানালো)

দৌবারিক । বন্দেগী জাহাঁপনা ।

আকবর । কি সংবাদ দৌবারিক ?

দৌবারিক । চিতোরের রাণা প্রতাপ সিংহ মুঘল সিপাহীর প্রবল আক্রমণ সহ্য করতে পারেনি । রাণার সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ ও সম্পূর্ণরূপে পরাজিত । চিতোরের দুর্গে আর

রাজ প্রাসাদে ইসলামী নিগান সগর্বে উজ্জীন হয়ে
জাহাঁপনার শৌর্যবীর্য ঘোষণা করেছে।

আকবর। মহারাণা কি আমাদের সৈন্য হস্তে বন্দী ?

দৌবারিক। দীনের গোস্তাকি মাফ হোক জাহাঁপনা। মহারাণা
আত্মসমর্পণ না করে সপরিবারে অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ
করেছে।

আকবর। তাকে বন্দী করার ব্যবস্থা করতে হবে।

দৌবারিক। জাহাঁপনা, অপর একটি সংবাদ। দস্যুসর্দার রঘুপতি
সিংহ হস্তের মুষ্টির মধ্যে এসেও ধরা পড়েনি। যে
প্রহরী তখন পাহারায় নিযুক্ত ছিল সে তাকে বন্দী
না করে পলায়নের সুযোগ করে দিয়েছে।

আকবর। বটে ? বন্দী না করবার কারণ ?

দৌবারিক। রঘুপতি তার একমাত্র পীড়িত পুত্রের খবর পেয়ে
তাকে দেখতে এসেছিল। তার প্রতি দয়া প্রদর্শন
করে আমাদের প্রহরী তাকে কয়েদ করেনি।

আকবর। শিপাহশালার এই প্রহরীর কি বিচার করেছে ?

দৌবারিক। তার মৃত্যু দণ্ডের আদেশ দিয়েছে জাহাঁপনা।

আকবর। কবে এই দণ্ড ?

দৌবারিক। আগামীকাল্য প্রাতঃকালে !

আকবর। আচ্ছা !

(পরদিন প্রাতঃকালে)

সেনাপতি। প্রতিহারী !

প্রতিহারী । হুকুম সিপাহশালার ।

সেনাপতি । এই প্রহরীকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাও ।

প্রতিহারী । যো হুকুম জনাব আলী ।

রঘুপতি । সেলাম নিন মাননীয় সিপাহশালার ।

সেনাপতি । কে তুমি আগন্তুক ?

রঘুপতি । আমি রঘুপতি সিংহ ।

সেনাপতি । তুমিই রঘুপতি ! দুঃসাহস তোমার । স্বেচ্ছায় কেন
এ মৃত্যুর গহ্বরে এসেছো !!

রঘুপতি । একটি নিরপরাধ ব্যক্তির জীবন আমার জন্ত যেতে
বসেছে তাই আমাকে আসতে হলো । আমাকে বন্দী
করুন—তাকে মুক্তি দিন ।

সেনাপতি । প্রতিহারী ।

প্রতিহারী । হুকুম হুজুরালী ।

সেনাপতি । এই দস্যু দলপতিকে বন্দী করো ।

প্রতিহারী । জি হুজুর ।

সেনাপতি । এদের বধ্যভূমিতে নিয়ে যাও । এই ঘৃণ্য দস্যুর ছিন্নমুণ্ড
বাদশাহকে প্রেরণ করতে হবে । এর মৃত্যু সহজ
মৃত্যু নয় । গাত্রের চর্ম উৎপাটন করে তাতে লবন
দিয়ে তিলে তিলে মৃত্যু ঘটাতে হবে ।

রঘুপতি । ওঃ ।

সেনাপতি । জল্লাদ !

জল্লাদ । হুকুম হুজুর ।

সেনাপতি । প্রস্তুত ?

জল্লাদ । জি হুজুর ।

সেনাপতি । শাহানশাহ্ অশ্বারোহণে এই দিক পানে আসছেন ।
তিনি বোধ হয় বন্দীদের হত্যাকার্য স্বচক্ষে দর্শন করবেন ।
বন্দেগী শাহানশাহ্ ।

আকবর । এদের মৃত্যুদণ্ড কে দিয়েছে ? তুমি ?

সেনাপতি । জাহাঁপনার অনুমান যথার্থ ।

আকবর । বিচারের নামে এদের দু'জনকে হত্যা করছিলে । এতবড়
অত্যাচার আর কিছুতেই হতে পারে না । প্রতিহারী ।

প্রতিহারী । হুকুম জাহাঁপনা ।

আকবর । এই প্রহরীর বন্ধন—শৃঙ্খল মোচন করে দাও । একজন
পুত্র শোকাভুর পিতার হৃৎথে অপর একজন পিতা
সমবেদনা প্রকাশ করেছে এটাকি অপরাধ ? যার
অন্তরে স্নেহ-মায়া নাই সে মানুষ নয় । দয়াই সৈনিকের
ধর্ম । একে আমি ক্ষমা করলুম ।

প্রতিহারী । প্রহরীকে মুক্ত করে দিয়েছি খোদাবন্দ ।

আকবর । রঘুপতি !

রঘুপতি । হুকুম জাহাঁপনা ।

আকবর । তুমি বীর । আকবর শাহ বীরের কদর জানে ।
তোমাকেও আমি ক্ষমা করলুম । তুমি মুক্ত । যদি
আমার সঙ্গে যুদ্ধ করবার ইচ্ছা তোমার থাকে তবে দখ্যাদল
গঠন করে রাণা প্রতাপের সেনাদলে যোগদান করো ।

রঘুপতি । শাহানশাহ, আজ আপনারই জয় হলো ! আপনার
মত মহান ও দয়াল সম্রাটের সঙ্গে আর আমি
লড়াই করবো না । আপনার সিপাহীরা আমাকে পরাস্ত
করতে পারে নাই—কিন্তু আজ আপনার মহত্ত্ব আমাকে
জয় করেছে । হে ভারত সম্রাট, দীন বান্দার অভিবাদন
গ্রহণ করুন ।

—যবনিকা—

অহেতুক

[মফঃস্বল শহরের একটা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় । বিদ্যালয়ের অনতি-
দূরে ছাত্রাবাস । ছাত্রাবাসে বাস করে অনেকগুলি ছাত্র । নবম ও দশম
শ্রেণীর ছাত্রের সংখ্যাই অধিক ।

নইম, রশিদ আর সাঈদ তিনটি কিশোর দশম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করে ।
এদের পরস্পরের মধ্যে গভীর প্রীতি আর ভালবাসা ।

গরমের ছুটি নিকটবর্তী হয়েছে ।

সাঈদ দাওয়াত করেছে রশিদ আর নইমকে ছুটিতে তাদের বাড়ীতে
বেড়াতে যেতে । তাদের মস্ত বড় বাগান । বাগানে নানা জাতের আম
আর লিচু গাছ । এ ছাড়া কাঁঠাল, জাম, পেয়ারা, ফল্‌সা, কুল, জামরুল
গোলাপজাম, এমনি আরো কত রকমের যে গাছ । বাগানের ধার দিয়ে
নারিকেল ও সুপারী গাছ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে । কাঁদি কাঁদি
নারিকেল, ডাব আর সুপারী গাছে গাছে ঝুলছে ।

সাঈদ বন্ধুদের কাছে এই বাগানের অতি মধুর বর্ণনা করেছে । সুতরাং
নইম আর রশিদ আমন্ত্রণকে অবহেলা করতে পারেনি ।]

সঈদ । বুঝালিরে রশিদ, আঝা সখ করে ল্যাংড়া, ফজলী, গোপাল
ভোগ, হিমসাগর আরো কত রকম আমের কলম
পুঁতেছিলেন । কী চমৎকার যে আম সে আর তাদের
কি বলবো !

রশিদ। তোর আবার রুটির প্রশংসা করতে হয়রে সাদ্দ।

কিন্তু নইম—

নইম। কিন্তু টিন্ত নয়। যে সব আমার নাম করেছে সাদ্দ ;
শুনলে অতি বড়ো ভালো ছেলেরও মন খারাপ হয়ে
যায়।

রশিদ। খারাপ হবার কথাই বটে। আম ছাড়া আরো মেলাই
লোভনীয় ফল ফলারির খবর যে তুই দিলি সাদ্দ,
তাতে জিভে পানি এসে যাচ্ছে—কি বলিস নইম ?

নইম। বটেই তো—বটেই তো। তা'-ইয়ে—দেশে তোদের
পুকুর টুকুর আছে নাকিরে সাদ্দ ?

সাদ্দ। পুকুরের কথা বলছিস—নইম—সে আছে—একটা
নয়, দু'টো। আর রুই কাংলা থেকে ছোটো খাটো
মাছও আছে। ইচ্ছে করলে দু' একদিন ছিপ্ বঁড়শী
নিয়ে বসতেও পারবি।

নইম। তবে আর না গিয়ে পারা গেল না। বাড়ীতে লিখে
দিলুম, এবারে দেশে যেতে পারবো না। বন্ধুর বাড়ীতে
দাওয়াত রক্ষা করতে চললুম।

[তারপর ছুটির দিন এলো। তিন বন্ধুতে বইপত্র গুছিয়ে, জামা কাপড়
সাজিয়ে স্ট্রট্‌কেসে বন্ধ করলো। বিছানাপত্র বাঁধাছাঁদা করে রিক্সা ডেকে
স্টেশনে এসে হাজির হলো।

যথা সময়ে ট্রেন এলো এবং ছেড়ে দিলো।]

সান্দৈদ ।

রেল গাড়ী ধায়

সোজা চলে যায় ।

পিছু নাহি চায়

চলে দূর্ গায় ।

ছাড়ি পীর তলা

চৌধুরী গোলা

ছাড়ি মাঠ ঘাট

মধুবতী হাট—

চলে বাক্ বাক্

কাঁপে ঠক্ ঠক্

ওঠে কল রব

লৌহ দানব

সন্মুখে ধায়

রেল গাড়ী যায় ।

নইম ।

আমিও তবে আর একটা ছড়া বলি,

যায় রেল গাড়ী

পানি ছল ছল ।

ধায় রেল গাড়ী—

না'য়ে মাঝি দাঁড়ি

কাশবন ছাড়ি'

গাঙে খাড়া পাড়ি

বাঁশবন ছাড়ি'

যায় রেল গাড়ী !

ধায় বহু দূর

মেল জোরে ধায়

ধায় সোনাপুর

হেথা ডানে বাঁয়

আরো দূর যায়

বক উড়ে যায় ।

আমাদের গায় ।

কালো ফিঙে পাখী

রোদ বাল মল

সারা হলো ডাকি ।

রেল গাড়ী ধায় ।

বধু ঘাটে যায় ।

[গাড়ী ধীরে ধীরে এসে স্টেশনে থামলো ।]

সান্দৈদ ।

এই আমাদের স্টেশন । এখানে নেমে পড়্ জল্দি ।

ভৃত্য ।

সেলাম হজুর ।

সাদ্দদ । কেরে, কলিমুদ্দি এসেছিস ! বাড়ীর সব খবর ভালো ?

ভূত্য । জি হুজুর, ভালো । আপনার চিঠি কাল পাওয়া গেছে ।

সাদ্দদ । আমাদের এই মাল পত্তর একটা গরুর গাড়ীতে উঠিয়ে
দে । কলিমুদ্দি, তুই গাড়ীর সঙ্গে যা । আমরা তিন
জন হেঁটেই যাবো ।

নইম । গরুর গাড়ীতে ওঠার চেয়ে আমরা পায়ে হেঁটে গল্প
করতে করতে যাবো—আরামে যাওয়া যাবে ।

রশিদ । এ দিকের রাস্তা ঘাট তো ভালো দেখছি ।

সাদ্দদ । তা ভালো । ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা কাঁচা বটে, কিন্তু
বেশ চওড়া । এই পথ ধরে এগিয়ে গেলে মাইল
দেড়েক পথ আর কতটুকু ।

[তিন বন্ধু গল্প করতে করতে পথ চলতে লাগলো । পথের
দু'পাশে ছোটো ছোটো ধানের চারা বাতাসের সঙ্গে মাথা
দুলিয়ে খেলা করছে । যতদূর দৃষ্টি চলে, মনে হয় কে যেন
মাঠ জুড়ে সবুজ গালিচা পেতে রেখেছে । ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের
রাস্তা সেই মাঠের একপাশে এসে নদীর পাড়ের ওপর দিয়ে
চলে গেছে । খানিকটা দূর এগোতেই শশ্মান ঘাট]

নইম । তোদের দেশে শশ্মানও আছে দেখছি ।

সাদ্দদ । থাকবে না কেন ?

নইম । সব পুড়িয়ে গেছে । কাট কুঁড়োগুলো ছড়িয়ে রয়েছে
চারদিকে ।

রশিদ । কি বিশাল শিমূল গাছ রে বাবা !! গাছের ডালে
এক ডজন শকুনী বসে আছে ।

- নঈম । ওরে বাবা, কি বিকট আওয়াজ রে সান্দিদ ! চারদিক
ভয়াবহ অবস্থা ।—তোরা সঙ্গে রয়েছিস নইলে এতক্ষণে—
- সান্দিদ । এতক্ষণে কি হতো—মুচ্ছা যেতিস না কিরে নইম ।
- নইম । এক রকম তাই-ই বটে ।
- সান্দিদ । তুই হাসালি নইম । এত ভীৰু কেন রে তুই বল
দিকি ?
- নইম । ভীৰু আমি এ-কথা একশ'বার স্বীকার করছি । মুখে
বড়াই করা যায় বটে, কিন্তু আমার মতো অবস্থায়
পড়লে তোদেরও আর রা থাকতো না ।
- সান্দিদ । হা-হা-হা । নইম, একটা কথা সর্বদা মনে রাখিস—
আহার, নিদ্রা, ভয়—যত বাড়ানো যায় ততই হয় ।
ভয়কে মিছে প্রশয় দিস না ।
- রশিদ । প্রশয় দিতে হয় না—রে সান্দিদ—আপনি হয় । যারা
ছেলে বেলা থেকে পাড়ারগাঁয়ে মানুষ, তাদের মোটে
ভয়-ডর নেই । কিন্তু আমরা চিরকাল শহরে বাস
করেছি—পাড়া-গাঁ দেখেছি রেলের ষ্টীমারে যেতে আসতে ।
সুতরাং ভয়টা আমাদের একটু বেশী এটা আর বক্তৃতা
দিয়ে তুমি কমাতে পারবে না ।
- সান্দিদ । ভুল রে রশিদ ভুল—এ ধারণা একেবারেই ভুল । আচ্ছা,
এ কথা আর একদিন তোদের বুঝিয়ে বলবো । ওই
আমাদের বাড়ী দেখা যাচ্ছে ।
- নইম । বাঃ, চমৎকার কোঠাবাড়ী তো তোদের !

সাদ্দেদ । পাড়া গাঁয়ের বাড়ী—এর আর কি দাম বল !
[নইম আর রশিদের থাকবার জন্ত বাইরের দিকের একখানি
ঘরে ব্যবস্থা করা হয়েছিলো । রাত্রে আহারাতির পরে সাদ্দেদ
বললে ।]

সাদ্দেদ । তোরা দু'জনে এবারে বিশ্রাম কর । ট্রেনের ঝাঁকুনি
আর পথ হেঁটে তোরা আজ হয়রান হয়ে পড়েছিস ।
এবারে শুয়ে পড় আমি পাশের ঘরে রইলুম । তোদের
যদি দরকার হয় তবে আমায় ডাকিস । আমি তবে
চললুম ।

রশিদ । আচ্ছা যা ।

[উভয়ে দরজা বন্ধ ক'রে শুয়ে পড়লো ।]

নইম । যা গরম পড়েছে রে রশিদ, জানালা বন্ধ করবার
উপায় নেই ।

রশিদ । তাই তো রে নইম । কিন্তু ঘরের দক্ষিণ দিকেই যে
আম বাগান । ও-দিকটা বন্ধ করলে হাওয়া ঢুকবে
কোথা দিয়ে !

নইম । সে কথা আমিও ভাবছি । প্রকাণ্ড বাগান—আর
কাঁঠালের গাছগুলো সারবন্দী হয়ে দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে
আছে । বাইরে ভীষণ অন্ধকার—মাঝে মাঝে দু'একটা
জোনাকি প্রেতের চোখের মতন জ্বলছে ।

রশিদ । আজ বোধ হয় অমাবস্যা ।

নইম । তাইতো এমন অন্ধকার ! উঃ !

[বাইরে কর্কশকণ্ঠে পেচক ডেকে উঠলো ।]

রশিদ । ওরে বাপ্‌রে—ও কিরে নইম ?
 নইম । (আতঁকঠে) ওরে সাদ্দিদ রে—মলুম রে !!
 সাদ্দিদ । (দরজায় করাঘাত করতে করতে) কি ? কি হলো
 রে ? দরজা খোল শীগ্রি ।
 রশিদ । (দরজা খুলে) এতক্ষণ যেন মনে হচ্ছিলো, একটা
 কচি শিশু আম বাগানের মধ্যে চীৎকার করে কাঁদছে ।
 সাদ্দিদ । একটা প্যাঁচা ডাকছিলো—সে-ডাক আমিও শুনেছি ।
 তাইতো এত কাণ্ড । নইমটা ভয়ে জড়ো-সড়ো হয়ে
 গেছে দেখছি । যাক্ খুব হয়েছে, সাহসী বীরেরা
 এবার ঘুমাও—আমি চল্লুম ।

[সাদ্দিদ চলে গেলো ।]

রশিদ । এবারে ঘুমানো যাক্—শুয়ে পড়্‌ নইম ।
 নইম । তোকে ঠিক বলছি রশিদ, প্যাঁচা কখনো ডাকেনি ।
 প্যাঁচার ডাক ও-রকম নয় । যত ছেলে ভুলানো কথা ।
 এ নিশ্চয় সাদ্দিদের বাস্তবভূত । এই যেমন বাস্তবসাপ
 গেরস্থের বাড়ীতে থাকে, তেমনি আর কি ।
 রশিদ । জানালাগুলো বন্ধ করে দিয়ে এবারে শুয়ে পড়া যাক্ ।
 ভূত প্রেত আমাদের কিছু করতে পারবে না । রাত
 অনেক হয়েছে রে নইম—ঘুমো এবার ।
 নইম । তবে জানালাগুলো বন্ধ করে দিই । (জানালা বন্ধ
 করতে গিয়ে নইমের মনে পড়লো অনতিদূরে মাঠের

মধ্যে অনেকগুলো আগুনের গোলক যেন ইতস্ততঃ
ছুটোছুটি করছে ।)

নইম । (ভীত কণ্ঠে) রশিদ, ওরে রশিদ !

রশিদ । কি রে ? কি ব্যাপার ?

নইম । ওই ঢাখ ।

রশিদ । কি সর্বনাশ ! ভূতের মেলা বসেছে না কি রে ?

নইম । এ কোথায় এসেছি আমরা—চারদিকে কেবল ভূত
আর প্রেত !!

রশিদ । কি কুক্ষণে পথে বেরিয়েছিলুম রে বাবা ।

নইম । কোনো রকমে রাতটা কেটে গেলে আর এখানে একদণ্ড
নয় । থাকগে বাপু আম কাঁঠালের ফলার । শেষে
প্রাণটা হারাতে না হয় ।

রশিদ । সারা মাঠে ভূতেরা হা-ডু-ডু খেলছে না কি রে ?

[ফঁ্যাচ-ফোঁও-ও]

নইম । ওরে বাপু—এ কিরে রশিদ ! দম্কা বাতাস এসে
এই সময়ই আলোটা নিভিয়ে দিয়ে গেল ! ওরে রশিদ,
ঘরের মধ্যে ও কি রে ?

রশিদ । কোথায় রে কোথায় ?

নইম । ঢাখ না ওধারে জানালার ওপরে—একটা ভূত একেবারে
কাছে এসেছে । চোখ ছুঁটো থেকে যেন আগুন
ঠিকরে বের হচ্ছে । আমাদের দিকেই চেয়ে আছে—

রশিদ । তাই তো রে । গেলুম রে—কোথায় যাবো রে !

সাদ্দদ । (দরজায় করাঘাত করে) ওরে নইম, আবার কি হলো
রে ? শীগ্রি দরজা খোল ।

নইম । এসেছিস ভাই সাদ্দদ ! যাক বাঁচা গেল । তোদের
এই ভুতুড়ে বাড়ী । আগে জানলে কি এখানে আমরা
আনতুম !

সাদ্দদ । কি—হলো কি ? ভয়ে যে টক্‌টক্‌ করে কাঁপছিস্
ছ'জনে ! কি হয়েছে তাই বল না ।

রশিদ । ওপাশে জানালার দিকে চেয়ে ছাখ্‌ আগুনের মতো
ছ'টি চোখ ধ্বক-ধ্বক করছে ।

সাদ্দদ । আরে কি কাণ্ড ! জানালার ওপরে কালো বেড়ালটা
বসে রয়েছে দেখছি । বেড়াল দেখে ভয় পেয়েছিস ।
রাত্রে তো সব জন্তু জানোয়ারের চোখ অঁধারের মধ্যে
জ্বলতে থাকে । ছ'জন রয়েছিস অথচ একটা বেড়াল
দেখে ঘাবড়ে গেছিস ! সাহসের বলিহারী তোদের ।

নইম । বেড়াল ! বলিস কি !! তাইতো রে—বেড়াল-ই বটে ।

[বিড়ালটি 'মিউ' 'মিউ' করে ডেকে উঠলো ।]

সাদ্দদ । বেড়ালকে মনে করেছিস্ ভূত ! খুব কেলেকারী করলি
যা হোক । (হাস্য)

রশিদ । এটা নয় বেড়াল হলো, কিন্তু ওই যে মাঠের মধ্যে
আগুন ছুটোছুটি করছে—ওগুলোও কি তবে বেড়াল
কুকুর নাকি রে ।

সাইদ । বলছি শোন, ওগুলো বেড়াল কুকুর তো নয়-ই, আদপে
কোনো জন্তু জানোয়ার-ই নয় । কোনো কোনো জলা
জায়গা থেকে রাত্রে এক রকম গ্যাস বের হয়-সেগুলো
জ্বলে উঠে-ই নিবে যায় । ওগুলো তাই । ভূত
বলে কিছু নেই । মিছে ভয় মন থেকে দূর করে
দে ।

—o—

চিৎগটাং

(রাত দুপুর ! হঠাৎ একটা গাধা ডেকে উঠলো)

চাষী । হ্যাঁরে হারুণ, হঠাৎ গাধাটা এমন চেলাচ্ছে কেন
বল দিকি ?

পুত্র । কি জানি, কোন দিন তো এমন করে না আব্বা ।

চাষী । আজ বোধ হয় ভালো মত খাবার দিসনি রে !

পুত্র । না আব্বা, সে তুমি বোলো না—বেশ অনেক করে
বিচালি দিয়েছিলুম ।

চাষী । তবে এমন করছে কেন ?

পুত্র । সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনি—আর দাঁড়াতে পারছি না—
শুতে চললুম ।

চাষী । চল, আমিও যাই ।

(গাধা পুনরায় ডেকে উঠলো)

পুত্র । জ্বালাতন করলে দেখি রাত দুপুরে । হ্যাঁরে শয়তানটা,
এমন করছিস কেন রে ! আবার ডাকবি তো ঠেঙিয়ে
পিঠের চামড়া তুলে ফেলবো ।

(প্রহার)

চাষী । নাঃ, নাঃ, মারিস নারে—ওকে মারিস না । সারা

জীবন ধরে অনেক কঠিন কাজও করেছে! এখন
বুড়ো হয়েছে—ঠিক আগের মতন খাটতে পারে না—
তাই বলে ওকে মারিস না রে হারুণ।

পুত্র। কি করবো—হাড় জ্বালিয়ে খেলে। সারা রাত এমনি
করলে কেমন করে সহ্য করা যায় তা তুমিই বলো।
গাধাটা সত্যি সত্যি বুড়ো হয়ে গেছে আক্বা, আর
আগের মতন ভার বহিতে পারে না।

চাষী। এটা আমিও লক্ষ্য করেছি হারুণ—আগের মতন উৎসাহ
আর শক্তি তার নেই। তবে অনেক দিন থেকে আমাদের
বাড়ীতে বেচারী আছে, ওর ওপরে কেমন একটা
মায়া পড়ে গেছে।

পুত্র। তা হোক। ওকে এখন বাদ দেওয়াই ভালো।

চাষী। বাদ ঠিক নয়—বিশ্রাম দেওয়া দরকার।

পুত্র। বিশ্রাম দিতে গেলে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়ানো—সে
একটা বাজে খরচ।

চাষী। কথাটা ঠিক—অনর্থক একটা বাজে খরচ টানতে হয়!
তা'হলে কি করা যায় বল্ দিকি?

পুত্র। কি আর করা যাবে আক্বা, বিক্রী করে দিলেও কিছু
টাকা হাতে আসবে।

চাষী। মন্দ বলিসনি বটে—কিছু টাকা হাতে আসবে। সে
টাকা দিয়ে আর একটা নতুন গাধা কিনলেই হবে।

পুত্র । বেশ হবে—পুরানো যাবে—নতুন গাধাকে দিয়ে অনেক কাজ হবে ।

চাষী । তবে আর দেরী নয়, আজকে নয়ন ডাঙার হাট ।
এই হাটেই ওকে বিদায় করে আসি চল ।

পুত্র । চলো তবে—এখনই বেরিয়ে পড়ি ।
(শেষ দিনে গাধাটিকে তারা পেট পুরে আহার করালো ।
তারপর তাকে নিয়ে হাটের উদ্দেশ্যে তারা যাত্রা করলো ।
দড়ি ধরে চাষী পুত্রটি চললো আগে—পিতা চললো গাধাটির
পিছনে একটা লাঠি হাতে নিয়ে ।)

চাষী । হট্, হট্, চল্‌রে গাধা জল্‌দি চল্‌ ।

পুত্র । এখান থেকে তোর দানা পানি উঠলো । আজ হাটে
নিয়ে তোকে ছেড়ে দিয়ে আসি চল্‌ !

১ম পথিক । আরে দেখ্‌ দেখ্‌, হো হো হো, কি মজা—কি মজা,
একজন গাধাটা টেনে হিঁছড়ে নিয়ে চলেছে আর লাঠি
হাতে পিছনে পিছনে চলেছে এক বুড়ো ।

২য় পথিক । এরা দু'জনে কি বোকা বল দিকি ! বুড়োটা নিজেই
চল্‌তে পারে না—সে কিনা লেজ ধরে চলেছে পিছু
পিছু ।

১ম পথিক । যেমন বুড়ো চাষীটি । যোয়ান ছেলের বুদ্ধিও ওই
গাধার মতোই ভোঁতা ।

চাষী । ইয়ারে খোকা !

পুত্র । কি আকা ?

চাষী । রাস্তার লোকেরা বিদ্রূপ করছে, কি করা যায় বল্ দিকি ?

পুত্র । কি আর করা যাবে ! তুমি সঙ্গে না এলেও পারতে ? গাধাটাকে আমি একাই নিয়ে যেতে পারতুম ।

চাষী । নিয়ে যেতে তো পারবি, কিন্তু বিক্রী করতে গেলেই তোকে একা পেয়ে খরিদারেরা ঠকিয়ে দেবে ।

পুত্র । অতটা গোঁয়ো ভূত আমি নই ।

২য় পথিক । এদের কি বুদ্ধি ! ছেলেটা বুদ্ধির তালগাছ—বাপটা বুদ্ধির ঢেঁকি । দু'জনেই হেঁটে চলেছে । এদের একজন বেশ আরামে চড়ে যেতে পারে ।

১ম পথিক । অতটা এলেম ওদের নেই ।

চাষী । শুনতে পাচ্ছিচ্ছ খোকা, লোকেরা আমাদের মন্দ বল্ছে ! তুই গাধার পিঠে চেপে বোস্—আমি দড়ি ধরে আগে আগে চলি ।

পুত্র । বেশ তো মন্দ কি । আমি উঠ্‌লুম গাধার পিঠে—তুমি দড়ি ধরে এগোতে থাকো ।

চাষী । পথটা বডেড়া বিস্ত্রী—এখানে কাদা ওখানে পানি, সেখানে গর্ত । পা একেবারে ফেল্‌তে পারা যায় না ।

পুত্র । নয়ন ডাঙার হাটটা যদি কাছে হয় ! পাকা তিনটি মাইল ।

চাষী । হট্‌ হট্‌রে গাধা, পঙ্খিরাজের বাচ্চা, উড়ে চল দিকি ।

পুত্র । এমন উড়ে চলেছে—যেন তুফান মেল । এক পা এগোয়
আর তিন পা পিছোয় । হটর হটর পবনের না—
নয়ন ডাঙার হাটে যা ।

চাষী । জল্দি জল্দি চল্ ব্যাটা—হাটের বেলা বয়ে গেল ।
(গাধাটা লাফিয়ে উঠে টাল্ সামলাতে না পেরে গর্তের মধ্যে
পড়ে গেল ।)

পুত্র । ওরে বাবারে—গেছিরে—মলুমরে ।

১ম পথিক । আরে আরে দেখেছ কি ব্যাপার !

২য় পথিক । বুড়োর ছেলেটা চিং হয়ে খানায় পড়ে গেল ।

১ম পথিক । আরে আরে তাই তো !

২য় পথিক । বাপ ছেলে ছ'জনেই বেকুব—

১ম পথিক । বেকুব—রাম ছাগল ।

২য় পথিক । বুড়ো বাপটা যাচ্ছে হেঁটে আর জোয়ান ছেলেটা যাচ্ছে
গাধার পিঠে চেপে ।

১ম পথিক । বেয়াক্কেলটার একটু শরম ভরম নেই ।

পুত্র । আব্বা গো শুনছ নাকি ?

চাষী । শুনছিরে বাবা কানে তো আর তুলো দেই নি ।

পুত্র । এবারে তোমার পালা—ওঠো তবে গাধার পিঠে !

চাষী । আমি কি আর ও-সব পারবোরে হারুণ ! জীবনে
ঘোড়ার গাড়ীতে চড়েছি বটে, কিন্তু কখনো ঘোড়ায়
চাপিনি । অবশেষে এই বুড়ো বয়সে গাধার পিঠে
সওয়ার হতে হবে । সে কি আর পারবো রে বাবা !!

পুত্র। পারবে—আলবৎ পারবে। ওঠো, চট পট উঠে পড়ো।

চাষী। তবে দড়িটা বেশ শক্ত করে ধর দিকিরে থোকা।
এই-এই-এই—যাক, উঠে পড়া গেছে। ওর গলাটা
খুব জাপটে ধরে বসে রইলুম। গাধা টল্লেও আমি
টল্‌বো না।

পুত্র। ঠিক হয়ে বসে থাকো। আমি চলতে আরম্ভ করছি
হুশিয়ার।

হেঁইও গাধা জোরসে কদম

এঁটেল মাটি কাদায় নরম।

উড়ছে যেন বাঁকের বক

চলছে গাধা ঠকাস ঠক্।

১ম বালক। ছাথরে ছাথ্ কেমন মজা

বুড়ো মোড়ল খাচ্ছে গজা।

২য় বালক। গাধায় চড়ে কোথায় যায়

দড়ি ধরে ছোকড়া ধায়।

১ম বালক। যেমন বাপ তেমন ব্যাটা

এরা দু'জন ঘটায় ল্যাঠা।

২য় বালক। যাচ্ছে বুড়ো ফুঁতি করে

ছেলে যাচ্ছে লাগাম ধরে।

১ম বালক। বাঃ কি মজা—বাঃ কি মজা

গাধায় যেন যাচ্ছে রাজা।

চাষী । ছোকড়ার দল বড্ডো বিরক্ত করতে আরম্ভ করলো দেখছি ।

পুত্র । ওদের কথায় কান দিয়োনা আব্বা !

চাষী । দিতে হচ্ছে না হারুণ—আপনিই কানে আসছে ।
পাঁচজনে যেমন পছন্দ করে তেমনি তো আমাদের চলতে হবে !

পুত্র । কি করতে বলো আব্বা ?

চাষী । কী যে বলি, সবুর কর—আমায় একটু ভাবতে দে ।

১ম বালক । ওরে ছাখ—ছাখ, ছেলেটা যাচ্ছে হেঁটে আর বুড়ো
যাচ্ছে গাধার পিঠে চেপে ।

২য় বালক । চমৎকার ব্যবস্থা । এমন না হলে চলবে কেন ।
বুড়োর আক্কেলটা ছাখ তবে ।

১ম বালক । দেখছি আর ভাবছি—ভাবছি আর দেখছি ।

চাষী । ওরে হারুণ !

পুত্র । কি বলছো আব্বা ?

চাষী । ছেলেটা বড্ডো টিট্কারী দিচ্ছে ।

পুত্র । দিচ্ছে তো দিচ্ছে—আমরা কানে তুলো দিয়ে চলে যাই
চলো ।

চাষী । তা হয় নারে—হয় না । একটা মতলব করেছি
আমি ।

পুত্র । কি মতলব বলো দিকি ?

- চাষী । আমরা বাপ ব্যাটা ছ'জনেই গাধার পিঠে চাপি, তা'হলে আর কেউ কিছু বলতে পারবে না ।
- পুত্র । মন্দ বলো নি বটে । কিন্তু এই নড়বড়ে গাধাটা কি আমাদের ছ'জনকে বহিতে পারবে ।
- চাষী । সে ভয় করিস না—ও ঠিক পারবে । কথায় বলে, 'গাধা ভারবাহী প্রাণী ।' অর্থাৎ গাধা যত ভারী বোঝা টানতে পারে এমন আর কোন জানোয়ার নয় ।
- পুত্র । বলছো যখন, তা' হতেও পারে ! কিন্তু আমরা ছ'জনে এক সঙ্গে ওর পিঠে চাপলে ও সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না কি ?
- চাষী । ঠিক পারবে । বুড়ো হলেও একেবারে অকেজো হয়ে যায়নি । ওঠ, পেছনে জলদি বোস্ ।
- পুত্র । তবে গাধাকে দাঁড় করাও ঠিক মতো । এই—এই—এই উঠে বসলুম । বাপরে বাপ, গা দিয়ে ঘাম ঝরছে আমার ।
- চাষী । চল্‌রে পঙ্খীরাজের বাচ্চা, এবারে ছুটে চল্‌ । মারো চাবুক হেঁইও ।

চল্‌ চল্‌ ছুটে চল
পায়ে তোর হোক বল !
ছুটে চল্‌ তড়্‌ তড়্‌
যেন বৈশাখী ঝড় ।

(গাধার চেপে চাষী আর তার ছেলে চলতে লাগলো। পথের
লোকেরা তাদের দিকে কৌতুক দৃষ্টিতে চেয়ে বলতে আরম্ভ করলে)

১ম পথিক। ছাথ্‌রে ছাথ সং যাচ্ছে।

২য় পথিক। সং নয় পাগল।

১ম পথিক। পাগল নয় ছাগল।

২য় পথিক। ছাগল নয় বাদশার সেপাই। দেশ দেখতে বেরিয়েছে।

১ম পথিক। হো হো হো হো হো—

২য় পথিক। হা হা হা হা হা—

১ম পথিক। একটা বুড়ো গাধা, তার উপরে চেপেছে ছ'জন।
গাধা বেচারী টানতে আর পারছে না। একটা জীবকে
এরা কষ্ট দিচ্ছে দেখ।

চাষী। ওহে বাপু, আমাদের গাধা, তার ওপরে একজন চড়ি
আর ছ'জন চড়ি তা'তে তোমাদের কিগো?

১ম পথিক। আমাদের আর কি। তোমাদের গাধা—যত জন খুশী
তার ঘাড়ে উঠতে পারো। কিন্তু দেখবে এখন
মজাটা।

চাষী। মজাটা কে দেখাবে, তোমরা নাকি?

২য় পথিক। আমরা দেখাতে যাবো কেন, আমাদের এত মাথা ব্যথা
নেই। তোমাদের মজা দেখাবে পুলিশ।

পুত্র। পুলিশ! পুলিশ কেন গো!

১ম পথিক। তোমাদের ছ'বাপ বেটাকে বেঁধে নিয়ে যাবে।

পুত্র। কেন বেঁধে নিয়ে যাবে?

১ম পথিক। একটা জীবকে এমন করে কষ্ট দিচ্ছে তোমরা—
তার কি বিচার নেই!

চাষী। কষ্ট! কিছু কষ্ট দিচ্ছি না। গাধারা ভারী ভালো লোক।
ভার বইবার জন্তই তো খোদা ওদেরকে পয়দা করেছে।
ওরা ভার বইতে না পেলে রাগ করে এটা কি তোমরা
জানো না।

২য় পথিক। আমাদের জানা জানিতে কিছু আসবে যাবে না।
আমরা ডেকে দিচ্ছি, তাদের কাছে কৈফিয়ৎ দিও।
(চীৎকার করিয়া) ওগো, শহর কোতোয়াল, ওগো
পুলিশ—

পুত্র। দোহাই তোমাদের, ওনাদের আর ডেকো না—আমরা
এই নামছি।

চাষী। এই নাক মল্ছি আর কান মল্ছি গাধার পিঠে
আর কখনো চাপছি না।

পুত্র। এবারে কি করবো তোমরা আমাদের বলে দাও।
এই গাধাকে নিয়ে পথে পথে কেবল আমরা হয়রান
হচ্ছি। লোকজনেরা আমাদের গুধু ঠাট্টা বিদ্রোপ
করছে। এবারে তোমরাই বলে দাও, কী করবো
আমরা?

১ম পথিক। বলছি গো দাঁড়াও। একটু ভাববার সময় দাও।

২য় পথিক। আমি বলছি শোন।

১ম পথিক। কি বলবে চট্‌পট বলো।

২য় পথিক । এই মনে করো গিয়ে, এতক্ষণ গাথাটিকে তোমরা কষ্ট দিয়েছো, এবারে তাকে একটু বিশ্রাম দাও । ওকে তোমরা কাঁধে নিয়ে যাও ।

চাষী । সে কি গো, গাথাকে কাঁধে করবো কি !!

১ম পথিক । হ্যাঁ—হ্যাঁ, আলবৎ করতে হবে । পারবো না বললেই আমরা শুনছি কিনা । তেমন ভালো মানুষ আমরা নই ।

চাষী । বেশ, আমরা বয়ে নিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু কি করে সেটা আমাদেরকে বাতলে দাও ।

২য় পথিক । গাথাটার সামনের দিকের দুটি পা আর পেছন দিকের দুটি পা এক সঙ্গে বেঁধে ফেলো । তারপর একটা বাঁশ তার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে দু'দিক থেকে দু'জনে কাঁধে নাও । বাস্, যাক্ ল্যাঠা চুকে ।

পুত্র । বাঃ, বাঃ, বাঃ, বলিহারী তোমাকে—তুমি বুদ্ধির তাল গাছ । এসো আক্কা এবার পরামর্শ মতো গাথাটিকে আমরা তেমনি করে বাঁধি ।

চাষী । যা করবি তা চটপট কর্ নায়ে বাপু । ও-দিকে হাটের বেলা গড়িয়ে গেল সে দিকে খেয়াল আছে !!

পুত্র । যাচ্ছি আক্কা, দড়ি আর বাঁশ যোগাড় করে আনি ।

(অতঃপর বাঁশ আর দড়ি যোগাড় হলো । চাষী আর তার ছেলে গাথাটির হাত পা বেঁধে চ্যাং দোলা করে ঝুলিয়ে নিয়ে যাত্রা করলো । এই নূতন ব্যবস্থায় গাথা বেচারী একেবারে খুশী

হলো না। সে চিং হয়ে ঝুলতে ঝুলতে চলতে লাগলো
আর হাত পা ছুঁড়তে লাগলো।)

১ম বালক। আরে ঢাখ ঢাখ, জ্যান্ত গাধাটাকে লোক দুটি আবার
বয়ে নিয়ে চলছে।

২য় বালক। গাধাটা হাত পা ছোঁড়া ছুঁড়ি করছে যে রে! একি
অবাক কাণ্ড !!

১ম বালক। হো হো হো, লোক দুটো জ্যান্ত গাধাটাকে চ্যাং দোলা
করে ভাগাড়ে ফেলতে যাচ্ছে—। চল, পেছনে পেছনে
গিয়ে দেখি—।

২য় বালক। হোই মোড়লের পো!

চাষী। করে! কি বলছিস রে ছোকড়ার দল?

১ম বালক। তোমাদের ওই আধ-মরা গাধাটাকে ভাগাড়ে না ফেলে
এখানেই ছেড়ে দাও না। আমরা ওটাকে নিয়ে রেস
খেলবো।

চাষী। তোদের সখতো মন্দ নয় রে। আমরা একে ভাগাড়ে
ফেলতে যাবো কেন রে—একে হাতে নিয়ে চলেছি
বিক্রি করতে।

১ম বালক। বটে, বটে, হাতে বিক্রি করতে নিয়ে চলছো এই
আধ-মরা জন্তটাকে, তোমাদের কি কাণ্ডজ্ঞান নেই নাকি?
ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও।

চাষী। ছেড়ে দিই, আর তোরা সবাই মিলে এটাকে নিয়ে
হৈ হুঁম্বা করবি কেমন! সেটি হচ্ছে না।

উভয় বালক । (একত্রে) ছাখ্‌রে মজা ছাখ্‌রে মজা

কাঁধের ওপর গাধার বোঝা ।

চ্যাং দোলাতে খাচ্ছে দোল্

গাধার মাথায় ঢাল্‌রে ঘোল ।

ঠ্যাংগুলি তার ঝাট্‌ পটায়

ঘুগ ধরা বাঁশ মট্‌ মটায় ।

ভাঙরে বাঁশ পট্‌ পটাশ

পড়্‌রে গাধা ধপ্‌ ধপাস ।

চাষী । মরেছে রে, বদমায়েসেরা মরেছে ।

পুত্র । ওরে ছোকড়ার দল, আমরা এবারে পুলের ওপরে
উঠতে যাচ্ছি । আবার চেল্লাবি তো ঢিল ছুঁড়ে মাথা
গুঁড়ো করে দেবো । হাটের বেলা গেল ।

২য় বালক । এদিকে কোথায় হাট ? কোন্‌ হাটে যাচ্ছে ।

পুত্র । যাচ্ছি নয়নডাঙার হাটে ।

১ম বালক । মাথা কি তোমাদের খারাপ না কি গো ? এ দিকে
নয়নডাঙার হাট কোথায় ! যে দিক থেকে আসছো
সেই দিকে ফিরে আবার যেতে হবে । এখান থেকে
তিন ক্রোশ পথ গেলে তবে নয়নডাঙা ।

চাষী । দূর হ বেল্লিকের দল—দূর হ !

২য় বালক । আমাদের বিশ্বাস না ~~করো~~ ঐ ভদ্রলোকটিকে জিজ্ঞাসা
করো । নয়নডাঙার হাট আর কত দূরে বলুন তো
সাহেব ?

১ম পথিক । প্রায় তিন ক্রোশ পথ হবে ।

২য় বালক । শুনলেন তো ? এবারে বিশ্বাস হলো ?

চাষী । হায়, হায়, কি সর্বনাশ !! তবে কি আমরা ভুল পথে এসেছি ?

১ম পথিক । ভুল পথেই তোমরা এসেছো । ফিরে যাও ।

পুত্র । তাই তো আক্কা, এ কি হলো ! আবার এই এতটা পথ ফিরে যেতে হবে !!

চাষী । হায় হায় হায়—কি ভুল হয়েছে !

পুত্র । হঠাৎ গাধাটা এমন ছট ফট করছে কেন আক্কা ?

চাষী । ওই যে চিটে গুড় বোঝাই একটা গরুর গাড়ী এদিকে আসছে না ওরই গন্ধ পেয়ে গাধাটা এমন করছে ।

[গাধাটা ঝপাং করে পানির মধ্যে পড়ে গেল]

পুত্র । ওই যাঃ, হঠাৎ গাধাটা দড়ি ছিড়ে নদীর মধ্যে পড়ে গেল যে !

১ম বালক । হৈ হৈ হৈ, বেশ হয়েছে—বেশ হয়েছে—

যেমন কন্মো তেমন ফল

গাধা গেল পানির তল ।

[বালকদের করতালি]

চাষী । ঠিক শাস্তিই আমাদের হয়েছে । যারা সবাইকে সন্তুষ্ট করতে চায় তাদের পরিণাম এই রকমই হয়ে থাকে । তারা কাউকে খুশী করতে পারে না ।

—ঃ যবনিকাঃ—



